

জ্ঞানদীপিকা ।

বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব ।

শ্রীকালীচন্দ্র লাহিড়ী কর্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত ।

পঞ্চম খণ্ড ।

মুশিদাবাদ ।

বহরমপুর—সত্যরত্ন যন্ত্রে
শ্রীনবীনচন্দ্র চৌধুরী প্রিন্টার দ্বারা
মুদ্রিত ।

শকাব্দ ১৮০০

সূচীপত্র।

বিষয়	পত্রাক্রম হইতে	পৃষ্ঠাসংখ্যা
ধর্ম ও শাস্ত্রিত		
শ্রেষ্ঠ কার্য নির্ণয়	১০	১২০
পাঠ্য বিষয়	১	২
উপদেশ বিষয়	২	৩
গৃহে আত্মা অকর্তব্য	৩	৩
জন্ম অপ্রাপ্তি নহে	৪	১৩
স্বাকার সম্পাদন ও নিরা-		
কারের উপাসনা খণ্ডন	১৩	৫৩



জ্ঞাতাজ্ঞানং তথা জ্ঞেয়ং দৃষ্টাদর্শনমুভয়ং ।

কর্তা হেতুঃ ক্রিয়া বস্মাত্মৈজগদুপাশ্রয়নমঃ ॥

বিজ্ঞাপন ।

সর্বসাধারণের কুশলার্থে যদিচ জ্ঞানদীপিকা অহরহ প্রকাশিত করিতে আভিলাষ, কিন্তু যে রোগীর স্নেহের অনু-
গত বায়ু তাহার জীবিত আশা যে রূপ দুর্বল তদ্বৎ বর্তমান
কালে দীপিকা প্রদীপ্ত না থাকার অশেষ কারণও সবল ।
আবার অনুমাত্র রসায়নও যে রূপ সমূহ স্নেহা বিনাশে শক্ত,
তদ্রূপ শ্রীমান মহৎ লোকের সুবিচার নিষ্পন্নরূপ ফল লব্ধ
হইলে এই দীপিকা প্রবল হইতে শক্তি অভাব সেই বিচার
এই বাহা মনু কর্তৃক উক্ত হইয়াছে ।

নামুত্রহিমহার্যং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ ।

ন পুত্রদারং ন জাতির্দুর্গমস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥

পিতা মাতা পুত্র স্ত্রী জাতি যতই আছেন পরলোকে
কেহই সহায় হইবেন না । কেবল ধর্ম্মই ইহলোকে সহায়
আছেন পরলোকেও হইবেন । পুনশ্চ ;

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোক্রময়ং ক্রিতো ।

বিমুখা বান্ধবামান্ধি ধর্ম্মন্ত মনুগচ্ছতি ॥

যেমন কাষ্ঠ এবং লোক্র অতি তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ
করে তদ্রূপ বান্ধবগণে মৃত শরীর পরিত্যাগ করিয়া গমন

(ক)

করেন কিন্তু ধর্ম কোন রূপেই ভ্যাজ্য না করিয়া অমুগমন করেন। অতএব ধার্য্য হইতেছে একমাত্র ধর্মই পরমবন্ধু। এইকণে নিশ্চয় আবশ্যক সেই ধর্ম কি তাহাতে প্রতি বলেন ;—

বেদপ্রণীত ধর্ম্বর্ষধর্ম তদ্বিরোধত।

অর্থাৎ বেদ বিহিত কর্মই ধর্ম, তদ্বিরোধীত অধর্ম। এস্থলে এই নিশ্চয় প্রয়োজন বেদপ্রণীত বহু কর্মধর্ম রূপে উদ্ভিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কর্ম সর্বোপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদর্থ পরামর স্মৃতি উপস্থিত করিতেছি, যে হেতু তদ্র সমাজে স্পষ্ট রাখ্য ;—কলৌপরামর স্মৃত। অর্থাৎ কলীতে পরামরের মত গ্রহণীয়, সেই পরামর বলেন,

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।

দ্বাপরে যজ্ঞমে বাহুর্দানমেব কলৌযুগে ॥

সত্যযুগে তপঃ দ্বারা ত্রেতায় জ্ঞান দ্বারা দ্বাপরে যজ্ঞ হইতে যে ফল লাভ হইয়াছে কলীতে এক দান দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। পুনশ্চ কুর্ষ্যপুরাণে,—

ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমধরঃ।

দ্বাপরে যজ্ঞমে বাহুর্দানমেব কলৌযুগে ॥

শ্রৌরলাভের উপায় সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলৌযুগে একমাত্র দান ধর্ম হইতেই মহাকল লাভ হয়। এই সমস্ত বিবিধ শাস্ত্রে কেবল দান ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতেছে। এমন কি, তন্মতঃ বলদিত্তে। যাহা দান করা না যায় তাহা নষ্ট হয়। অতএব এখন এই ধার্য্য কর্তব্য সেই দান মধ্যে কোন দান সর্বোৎকৃষ্ট তাহাতে মনু বলেন,—

সর্বোচ্চমহাদানানং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে ।

বার্য্যন্নগোমহীবাসন্তিল কাঞ্চন মণিবাং ॥

ইহার কল্পক তট্ট টীকা করেন । তেবাং মধ্যাং বেদ-
দানং বিশিষ্যতে প্রকৃষ্ট ফলদং ভবতি ॥

জল, অগ্নি, গো, ভূমি, বস্ত্র, তিল, স্বর্ণ, ঘৃত প্রভৃতি দান
অপেক্ষা বেদ শিক্ষা প্রদান সর্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ।

অত এব বক্তব্য কি তপস্যা কি যজ্ঞ কি জ্ঞান সর্বাপেক্ষা
কলীতে দানেরই শ্রেষ্ঠতা তন্মধ্যেও বেদশিক্ষা প্রদান সর্বো-
ত্তম । ইহা যখন নিশ্চিত হইতেছে, এস্থলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
জনগণের এতদর্থে ব্রতী হওয়া যদি সর্বতোভাবে বিধেয়
হয় তবে জ্ঞানদীপিকা প্রবল দীপ্ত হইবার আর কি বাধা
সম্ভবে, যে হেতু দীপিকার প্রধান উদ্দেশ্যই বেদার্থ প্রকাশ
এবং সজ্ঞানের এতৎকার্য্য বা ইহার সহায়তা করাই সর্বা-
পেক্ষা গরিষ্ট ধর্ম্ম শাস্ত্রার্থে প্রতিপন্ন করিতেছে । এবং
ইহা যুক্তিযুক্তও বটে কারণ নীতিশাস্ত্রে,—

বিদ্যাতঞ্চ নৃপতঞ্চ নৈবতুল্যাং কদাচন ।

অদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্যা সর্বত্র পূজ্যতে ॥

বিদ্যাবান আর নৃপতি কখনই তুল্য হইতে পারে না ।
যে হেতু রাজা কেবল অদেশেই পূজ্য কিন্তু বিদ্যানের কি
অদেশে কি বিদেশে কি রাজসদনে কি প্রজা নিকতনে
কুত্রাপিই পূজ্যতার অভাব নাই । এস্থলে বিবেচনা করুন
সমস্ত ধনে ধনী রাজা হইতেও যখন বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা স্পষ্ট
হইল অত্রাবস্থার বিদ্যাদান অপেক্ষাও কি শ্রেষ্ঠ দান বিবে-
চকের স্বীকার্য্য হইতে পারে । অপিচ হিড়োপদেশে ;—

সৰ্ব্ব দ্রব্যেযু বিদ্যেযু দ্রব্যমাছরমুত্তমং ।

অহাৰ্য্যত্বা দনদৰ্ঘত্বা দক্ষয়ত্বাচ্য সৰ্ব্বদা ॥

পণ্ডিত কৰ্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই
অত্যুত্তম, কারণ বিদ্যারূপ নিধিকে চোরে অপহরণ করিতে
অশক্ত । বিদ্যার মূল্য নাই, আর কোন কালেই ক্ষয় হয়
না । সুতরাং যখন বিদ্যাই সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে,
অত্র স্থলে এতদপেক্ষা আর কি শ্রেষ্ঠ দান আছে । যদি বল
বিদ্যা দানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও বেদ দান অপেক্ষা
অন্যান্য বিদ্যা দানের সহায়তা করাই শ্রেষ্ঠ তদর্থে বলি ।
স্বাবিদ্যা তদ্ব্যতিজ্ঞয়া । সেই বিদ্যাকেই বিদ্যা বলা যায়
যদ্বারা বুদ্ধির পবিত্রতা লাভ হয়, এবং ইহা যুক্তিযুক্ত বটে
যে হেতু নীতি শাস্ত্রে,—

বুদ্ধিৰ্যন্ত বলং তন্ত্ৰ অবোধন্ত কুতো বলং ।

পশু সিংহোবনে রাজা শশকেন নিপাতিতঃ ॥

যাহার বুদ্ধি আছে সে দুর্বল হইলেও বলিষ্ঠ যে হেতু
অবোধের বল কার্যক্ষম হয় না তাহার স্থল বনে পশুজাতির
রাজা যে সিংহ তিনি সৰ্ব্বতোভাবে বলিষ্ঠ হইয়াও ক্ষুদ্র
এক শশক হইতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন । যদি বল অন্যান্য
বিদ্যা যেৰূপ অর্থলাভের কারণ তদ্রূপ এ বিদ্যায় লক্ষিত
হয় না সুতরাং সুচতুর হইবার প্রধান কারণ অপর বিদ্যা,
তদর্থে বলি । মালোকষয় স্বাধনী তত্ত্বভূতাং সাচাতুরি চাতুরি ।
যে চতুরতার ইহলোক ও পরলোকের হিতসাধনা হয় সেই
চাতুরীকেই চাতুরী বলা যায় । এস্থলে বেদ বিদ্যা ব্যতিরেকে
কোনই উত্তম লোকে মঙ্গললাভ নাই, বিশেষ অন্যান্য বিদ্যায়

ধনলাভ প্রত্যক্ষ হইলেও অন্তর্য ধনোজ্জ্বল প্রদর্শক হইলে
 বণিক-পুত্রের জ্ঞান অবসাদ প্রাপ্ত হইতে হয়। তাহা হিত-
 পন্থেশে ব্যাক্ত অর্থাৎ কোন রাজপুত্র অশেষ বিশেষ অভ্য-
 রণাদি দ্বারা স্ত্রীজাতিকে পূজা করিতেও তদৃষ্টে ধন লোভে
 কোন বণিক আপন সুন্দরী স্ত্রীকে উপস্থিত করিলে রাজ্য
 তদৃষ্টে মোহিত হইয়া হরণ করার বণিকপুত্র যেমন চির
 দুঃখিত হইলেন তদ্বৎ অপর বিদ্যা দ্বারা ধন আহরণ অতি-
 লাবণ্যকেও চির দুঃখী অবস্থা হইতে হইবে, ইহা কে স্বীকার
 না করিবেন। সংসর্গদ্বারা দোষ গুণা ভবন্তি। সংসর্গানুসারে
 গুণ ও দোষ জন্মে। এতলে অপর বিদ্যা শিক্ষার্থে যে সংসর্গ
 আশ্রয় করিতে হয় তাহার আত্মতত্ত্বাদি বা শান্তিরূপে
 অনভিজ্ঞ সুতরাং ভিন্ন বিদ্যা শিক্ষার্থী শান্তিরূপ দূরে থাকুক
 পিতৃ শ্রাদ্ধাদিকেশ পরিত্যাগ করে, তদ্ব্যতীত পিতৃগণকে কি
 হিন্দু শাস্ত্রবতে চির দুঃখের বাধা আছে, কে না জানেন
 যুতব্যক্তি পিওলাভ না করিলে হিঙ্গাদেহী হইয়া কেবল দুঃখ
 সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া যার পর নাই কঠোর যত্নশাভোগ
 করিয়া থাকে। অতএব অবশ্য স্বীকার্য বেদাদি শাস্ত্রে
 অনভিজ্ঞ স্বয়ং মলিন ও পিতৃলোককেও মলিন করেন, তাহা-
 তেই বলি আধুনিক নার লুদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ন বিদ্যা বা ভিন্ন
 পুস্তকের বহু বহু সাহায্য করুক, কিন্তু জ্ঞানদীপিকা বিজ্ঞাপন
 হইতে শেষ পর্য্যন্ত যদি বেদার্থ প্রকাশক হন, তবে ধার্মিক
 ব্যক্তি এতদর্থে যথোচিত সাহায্য কেন না করিবেন। যেহেতু
 উপর্যুক্ত মতে সর্বাপেক্ষা বেদ দানই শ্রেষ্ঠ হইল।

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন লোকহিতার্থে যারপরনাই কষ্টসাধ্য অর্থ
 আহরণপূর্বক জ্ঞানদীপিকা মুদ্রিত করত বিনা মূল্যে বিতরণ
 করা যায় কিন্তু যেহন কোকিলের কুহু ধনি ধীলম্পন্ন জনে
 প্রবণে প্রবণ করতঃ ছুটুটিতে মাধুর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।
 আবার ঐ ধনি ব্যাধ প্রকৃত হইয়া কোকিলের সংহারার্থে
 সর নিক্ষেপ করিতে দৃঢ়মনা হয়। তদ্রূপ জ্ঞানদীপিকার

গ্রাহক ব্যক্তিকেও দেখা যায় অর্থাৎ অনেকাংশে মহান ব্যক্তি দীপিকা গ্রহণ করত এতদর্থে সাহায্য দানে মান স্বীকৃতি করিয়া থাকেন, আবার অনেকে দোষারোপ করিতে তিলান্বিত বিরত নহে, এ আশ্চর্য্য নহে যেহেতু মহাজন ক্ষত্বক উক্ত হইয়াছে যথা—

গুণাদোষায়ন্তে সূজন বদনে দুজ্জন মুখে ।

গুণায়ন্তে দোষা দুজ্জন বদনে সূজন মুখে ॥

যথা জীমুতোয়ং লবণ জলধেবারি মধুরং ।

কণিপিভাক্ষিরং বমতি গরলং দুঃসহতরং ॥

সূজন এবং দুজ্জনের স্বভাব নির্বাচন করিতেছেন। যেমন ইন্দ্র লবণ সমুদ্ভেদে বারি আহরণ করত সুবিমল জল বর্ষণ করেন তদ্রূপ সূজন সন্নিধানে মজ্জা দোষও মহৎ গুণ রূপে পরিণত হয় যেমন নিম্ন বাবুর টপ্পা হইতে সাধু লোকে মহৎ অর্থ গ্রহণ করেন এবং দুজ্জনের স্বভাবতই স্বভাব মহান্ গুণকে উদঘাটন করত কেবল দোষ কীর্তনে রত যেমন সর্প পান করে কির বমন করে গরল। বাহা ইউক বক্তব্য এই যে পূর্বেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। দীপিকা সুবোধক অত্রান্তত্ব প্রকাশ করিবেন তদর্থে সঞ্জিয়ান ব্যক্তি লিপি দ্বারা বা স্বয়ং তর্ক উপস্থিত করিলে সাধ্যানুসারে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত করিব না। এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি সন্দেহ বিষয়ে প্রশ্ন অথবা দুঃসমীপে বিচার না করিয়া কেবল দোষারোপে স্থিত এবং বেব্যক্তি গবর্ণমেন্টের বা ত্রিবিদ্যার্থীর কিম্বা বড় লোকের নিকটস্থ প্রভৃতি হইলেই বিপুল ধনদানে রত অথচ সম্মানে বিরত তাহাদিগকে দীপিকা দানে এ পক্ষের ব্যবস্থা নহে যেহেতু সিংহ জঠরানলে দগ্ধ হইলেও হস্তির হস্তিক ব্যতীত কখনই দুঃখের মাংস বা তৎসদৃশ সৌহার্দ্য করে না। অতএব এতদ্বত্তের নিকট যদি প্রার্থনাদে দীপিকা প্রেরণ হয় করত পাঠাইয়া বাধ্য করিব না।

জীবাসিচ্ছ সাহিত্যী।

জ্ঞানদীপিকা ।

পাঠ্য বিষয় ।

পাঠ্য বিষয় আদ্যোক্ত পাঠে বিরত হইয়া কিয়দংশ দৃষ্টে তত্ত্বাবধারণ করিলে মহদোষের আত্মর সঞ্চারিত হয় । তাহার নিদর্শন চিকিৎসা শাস্ত্রে । 'অর্থাৎ কোন চিকিৎসক স্থানান্তর গমনে উদ্যতম্বা হইয়া ক্লতবিদ্যা আপন পুত্রকে কহিলেন, চিকিৎসার্থে আগত রোগীকে চিকিৎসা করিবা । এই বাক্যে চিকিৎসকের গ্রাস্তান এবং নেত্র রোগগ্রস্ত এক রোগী আগত তদৃষ্টে চিকিৎসকের পুত্র চিকিৎসার্থে পুস্তকোদঘাটন পূর্বক নেত্ররোগ বিষয়ক এক শ্লোক দৃষ্ট করিলেন । যথা ;—

নেত্ররোগে সমুৎপন্ন কর্ণোচ্ছিতা কোটিদহেৎ ।

অর্থাৎ, নেত্ররোগ সমুৎপন্ন হইলে কর্ণচ্ছেদন করতঃ কোটি দহ করিবে । চিকিৎসক পুত্র ঐ কিয়দংশ দৃষ্টে রোগীর কর্ণদগ্ন ছেদন পূর্বক কোটিদেশ দহ করিলেন । ইত্যবসরে ভৎপিতা আগত হইয়া রোগী দৃষ্টে বলিলেন পুত্র এমত অসঙ্গত করিয়াছ । পুত্র কহিলেন এই গ্রন্থ দেখুই শাস্ত্রানুসারে চিকিৎসা করিয়াছি । তখন বৈদ্যরাজ বলি-
তেছেন, একমাত্র বচন দৃষ্টে ব্যবস্থা করা অকর্তব্য । ঐ গ্রন্থ

আদ্যোপান্ত দেখ উহা অথের চিকিৎসা। অতএব ভাহাতেই বলি সম্যক্ এহু না দেখিয়া ওহু বার্য্য করিতে হইলে চিকিৎসক পুত্রের স্থার অনসারপ্রাপ্ত হইতে হয়। শ্রুতিশাস্ত্রে উক্ত। বিভিন্নত্ব প্রাপ্ত বেদামাষয়ং প্রহরিস্বতি। অর্থাৎ সমগ্র না দেখিয়া কিঞ্চিৎ দৃষ্টে বৈ বিহিত তত্ত্ববক্তা হইতে বেদপ্রহারপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া অসম্মত আমি নষ্ট হইব জ্ঞানে ভীত হইব। এতদ্বারা পাঠকগণ ধারণা করুন কি জ্ঞানদীপিকা কি অন্যান্য এহু আদ্যন্ত পাঠ না করিয়া দোষ গুণ নির্বাচন করা অকর্তব্য।

উপদেশ বিষয়।

অবিদ্বানকে উপদেশ করা অকর্তব্য ইহা নীতিশাস্ত্রে কথিত। যথা ;—

বিদ্বানে বোপদিষ্টব্য ন বিদ্যাংস কদাচন।

বানরাহুপদুষ্টায় স্থানজ্ঞংস যজুঃখণা ॥

বিদ্বান ব্যক্তিকে উপদেশ দিবে, বিদ্যাপরিশূন্যকে উপদেশ দেওয়া বিধেয় নহে। কারণ বানরদিগকে উপদেশ প্রদান করত পক্ষীগণ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিল। ইহার গম্প যথা ;—

দেব বর্ষে অনেক বানর শীতার্ভ হইয়া কম্পাবিত দৃষ্টে লকরণার্থে উপদেশার্থে কোন পক্ষী বলিল, আমরা সামান্য চঞ্চু হইয়া তুমি আহরণ করতঃ বাসা নির্মাণ পূর্বক শীত বাৎসর্য্য সময়েরও পূর্য্য সুখে কালক্ষেপণ করিবা থাকি। পরমেশ্বর তোমাদিগকে হস্ত পাদাদি দিরাছেন সুতরাং তোমরা

স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করায়। পুনশ্চ, অমৃত প্রতিভে
এইরূপ পাঠ আছে।

যতোবাচ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কৃতশ্চন ॥

যাঁহাকে অপ্রাপ্ত হইয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হইলে
এবজুত ব্রহ্মানন্দকে জানিয়া বিদ্বান ব্যক্তি কাহাহইতেই ভয়
প্রাপ্ত হইবে না। অতএব এই প্রতীতির অত্র পশ্চাৎ নিরীকণ
করিলেই স্বেকণ হইবে অমীমাংসার অপ্রাপ্য নহে। বরং বিদ্বান
জনে তাহাকে জ্ঞাত করত নির্ভরতা লভ্য করেন।
মহাশয়! যাহা লভ্যসম্ভবেনা তাহাতেকি সুধীব্যক্তি প্রয়াশিত
হয়। এখানে যখন মহাধীমন্ত কত কত মহাতেজা পরম
যত্নসহকারে সেই পরমেশ্বিকে লাভার্থে যার পর নাই কষ্ট
স্বীকার করিয়া তপস্বী করিয়া গিয়াছেন এবং অদ্যাপিও
করিতেছে ও শত শত শাস্ত্রে কত কত উপায় বলিয়াছেন
এমন স্থলেও কি বুদ্ধিমানের কর্তব্য এমন বক্তব্য উচিত।
আর এই কৃতকরীকে উপদেশ করি বেদাদি বা দর্শন
শাস্ত্রাদির মূলক্ষেদের মূলীভূত কারণ উপর্যুক্ত অর্থ এবং
সমূহ লোককে অন্ধকূপে নিপতিত করিবার অস্থিতীয় দ্বার।
অতএব এমন অমঙ্গল জনক উক্তি হইতে নিরুক্তি হওয়া
বিধেয়। যেহেতু ঋগ্বেদ।

তদ্বিকোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ।

দিবীরচক্ষুরাততং।

ইহাং তাৎপর্য্যে ব্যক্তব্য এই যে, সেই পরম পদ সুরি
ব্যক্তি দর্শন করেন কেবল অস্বাধি ব্যক্তিগণে জানিতে বা

দেখিতে অসমর্থ, অশিচ বজুর্বেদ। পশ্চাতিধীরা মুখনস-
 বাচ। সেই ব্রহ্মকে ধীরেরা দৃষ্টি করত মনের দ্বারা মনন
 বাক্যের দ্বারা গুণকীর্তন করিয়া থাকেন। পুনশ্চ সামবেদ
 জাবল প্রতি। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মৈব ভবতি। যিনি ব্রহ্মকে
 জানেন তিনি ব্রহ্মই লাভ করেন। তৈত্তিরিয়প্রতি। ওঁ ব্রহ্ম
 বিদ্যামোতিপরং। অর্বাং ব্রহ্মবিং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলেন।
 অথর্ববেদ মহাবাক্যপ্রতি। সম্বোধনং পরমং ব্রহ্মবিদ
 ব্রহ্মৈব ভবতি। যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্ম হয়। অতএব
 ব্রহ্ম কিরূপে জ্ঞানের দ্বারা চক্ষের দ্বারা অপ্রাপ্য। মহাশয়!
 আমি গবর্ণমেন্টের নিকট গমন করিতে বা দর্শন করিতে
 অসমর্থ তাহাতেই কি গবর্ণমেন্ট অপ্রাপ্য কলিতার্থ সমস্ত
 শাস্ত্রেই বলেন সেই জগৎপিতা সাক্ষি দ্বারা নিকটাবর্তী ও
 তত্ত্বহীনের দূরবর্তী হইলেন। এবং ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ
 নাই যেহেতু বেদান্তদর্শনে। যথা,—

শাস্ত্রং দৃষ্টে, ত্যুপদেশো বামদেববৎ।

এই শাস্ত্রের শব্দর তাৎপৰ্য্য।—ইন্দ্রো নাম দেবতাস্থা
 স্বমাত্মনং পরমাত্মত্বেনাহমেবপরং ব্রহ্মত্যাৰ্বেণ দর্শনেন
 যথা শাস্ত্রং পশ্চন্নুপদিশতি স্বমাত্মেব বিজানীহীতি। যথা
 তদ্বৈতং পশ্চন্নু স্ববির্বাণদেবঃ প্রতিপেদেহহং সমুত্তরং
 সূর্য্যশ্চৈত্বিকং।

নামক দেবতা যথা শাস্ত্রানুসারে পরমার্থ দর্শন
 করত স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বোধে আমা-
 ন্তই জ্ঞান বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। যেমন বামদেব স্ববি

চেষ্টা করিলে আবারের অপেক্ষা শত-গুণে উৎকৃষ্ট আবাস
নিৰ্মাণ করিয়া চিরস্থখে থাকিতে পার। এখানে এক্ষণ
উপায় স্বৰ্বেও কেন এতাদৃশ ক্লেশভোগ কর। বানরগণ
বলিল তোমরা আপন আবাসে স্থখে অবস্থিতি করতঃ বিক্রম
করিতহ রাষ্ট্রের উপলক্ষ হইলে ইহার প্রতিকল দিও। অন-
ন্তর বানরেরা পক্ষির আবাসে গিয়া বাসা জাজিল ও ডিঘ
এবং শাকগণকে নষ্ট করিল। অন্যদপি। উপদেশোহি
মুখ্যনাং প্রকোপায়ন শাস্ত্রয়ে। সুখের উপদেশ শাস্ত্রির
কারণ না হইয়া কেবল প্রকোপের উৎপত্তি হয় এবং নিজেরও
কষ্টমাত্র সার ইহা কে জ্ঞাত নহে। সুখ সারি প্রভৃতিই
উপদেশানুসারে অহরহ রাম রাম বলিয়া থাকে কিন্তু পোঁচা
সে সব কখনই প্রবণে স্থানদান না করিয়া কেবল প্যাচ-প্যাচ
রবে ব্যস্ত করে। তাহাতেই নীতিশাস্ত্র বলেন অজ্ঞকে
উপদেশ প্রদান অকর্তব্য।

গৃহে জাহ্ন। অকর্তব্য।

এক সন্ন্যাসী কোন রাজসদনে গমন কর্ত বলিল এ চট্টা-
কার তখন রাজ-পারিষদ কহিল এ মুখটাকে রাজবাটী লক্ষ
করিয়াও চট্টা বলে তখন সন্ন্যাসী মহাশয়ে এ বাটীতে পূর্বে
কে বাস করিত। পারিষদ রাজার পিতা সন্ন্যাসী তাহার
পূর্বে কে পারিষদ, রাজার পিতামহ তখন সন্ন্যাসী বলিতে-
ছেন যেহলে ঝানের ছিরতর বাই এক আসে এক যায়
তাহাকে চট্টা ভিন্ন কি বলে মহাশয় ছিরচিতে ঈদগ করুন
কলীতার্ধে গৃহ চট্টা প্রায়।

ব্রহ্ম অপ্রাপ্য নহে ।

যেমন দিগভ্রমে ভ্রমণ করত ক্রেশ প্রাপ্ত হয়, যেমন কণ্ঠে স্থিত অভরণ বিস্মরণ হইয়া স্থানে স্থানে অনুলঙ্কানে ব্যাঘ্র হইয়া কষ্টমাত্র লাভ হয়, যেমন স্বর্গহে পয়োপরিতিয়াগপূর্বক তিকার্ধে অটন করে ওজ্রপ স্বীয় হৃদয় স্থিত জগদীশ্বর স্বরূপ অপ্রাপ্য বিবেচনায় দুর্জয় মায়াপথের পথিকে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কঠোর জঠোর বস্ত্রণাতোগ করি। কি আশ্চর্য্য ! যেমন এক স্তনে বালক হইতে ক্ষীর ও জলৌকা হইতে রুধির নির্গত হয়, তেমন এক বেদ হইতে সাধুজনের পরমানন্দ ও জ্ঞানহীনের অন্ধকূপলাভ হয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । যতোবাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসামহ । ইত্যাদি শ্রুতির কিয়দংশ দৃষ্টে শাস্ত্রবক্তা হইয়া যুক্তকণ্ঠে বলেন, পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ জানিবার উপায় রহিত এমন কি কেহই তাঁহাকে জানিতে বা দেখিতে পারেন না । এতলে এই অনর্থ অর্থকারীকে প্রশ্ন করি। বিভেত্যপ্প শ্রুতাদ্বেদো নাময়ং প্রহরিস্ততি । ইত্যাদি শাস্ত্রার্থ কি জ্ঞাত নহেন । আর যদি জ্ঞাত থাকেন তবে কিজন্তাই বা কিঞ্চিৎমাত্র শ্রুত হইয়া শ্রুতি বক্তা হইয়া বলেন ঐ শ্রুতির আদ্যন্ত ঈকগ করুন ;

যতোবাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসামহ ।

স্বাধনা দনলং জ্ঞানং স্বয়ং ক্ষুরতিতক্ষু বং ॥

যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্ত হয়, সেই নির্মল জ্ঞান সাধন বলে স্বয়ং প্রকাশিত হয় । অর্থাৎ যেরূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে স্বভাবতঃ ক্ষুণ্ণিক নিস্পন্ন হয় তজ্জপ সাধনের স্বভাবই এই, সেই জ্ঞান

কিষ্টিৎ । অত্যাধিক তদ্ব্যতীত কিছুই না থাকিল এখানে
বক্তাই বা কে বক্তব্যই বা কি আছে ? সুতরাং বাচনিব-
র্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসামহ । অর্থাৎ বক্তা থাকিলে ত বলিবে ?
মন থাকিলে ত চিন্তা করিবে ? এ বিধায় মনের সহিত
বাক্য নিরন্তর হইয়া যায় । শাস্ত্রান্তরেও জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা-
জ্ঞাতা তৃতীয় নাস্তিবাস্তবং । অর্থাৎ জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই
ত্রিবিধ যদি না থাকিল এবং নেতি নেতি পূর্বক একমাত্র
আত্মাই অবশেষ থাকিল এখানে কে কার কি বলিবে মনের
দ্বারা কি পাইবে, সুতরাং অপ্রাপ্য মনসামহ । পুনশ্চ
শঙ্করাচার্যের উক্তি । কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্বেৎ জলং কথক
রেম্বৎ । যেমন, কথক কল জলের মৈলা নাশ করত
আপনিও নাশ হয়, তন্ময় জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা
সমস্তই নাশ পায় । অতএব জ্ঞান নাশ হইলে কি জানিবে
কি বলিবে, মন কোথায় থাকিল যে পাইবে । সুতরাং
যতোবাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসামহ ।

হে মহোদয় ! এরূপ অর্থ ধারণা করিতে যদি অসমর্থ
হন তদর্থ অপ্রাপ্য মনসামহ বাক্যের দ্বিতীয় ভাব বলি ।
যথা,—টেলিগ্রাফ রেলওয়ে বেলুনে গমন সমুদ্র সমুদ্রণ প্র-
ভৃতি কৌশলচিন্তা করিতে যেমন আবাদিগের বাক্যরোধ মন
অবসন্ন হয়, তদ্রূপ সেই জনপিতার স্বরূপ বা তাহার কৃত
কার্য্য বাক্য মনের অগোচর কারণ কি বেদ কি সমস্ত লোক
নির্ণয় করিয়াছেন । মনুষ্য হইতে মনুষ্য, গাভী হইতে গাভী
উৎপন্ন হয়, কিন্তু ব্রহ্মা যখন কৃষ্ণের গোবৎস হরণ করিয়া-
ছিলেন তখন কৃষ্ণ কোথা হইতে সে সমস্ত পুনর্ব্বার উৎপত্তি

করিয়াছিলেন। তাহা বাক্য মনের আগোচর, বেদপ্রণীত
নিষ্কমের বহির্ভূত সুতরাং এরূপ অবতন ঘটকের স্বরূপ বা
গুণ কখনে চকিত মণিধর্তে ক্ষতিরিপি।

মহাশয় ! বেদ যথার্থ নির্ণয় করেন, শরীরে রক্ত মজ্জা
মাংস তক মাত্র আছে। কিন্তু অজ্জুন ত্রিনাথের শরীরে
এই বিশ্ব অবলোকন করিয়াছেন সুতরাং তাহার গুণ অবাং
মনসো গোচর। সুতরাং চকিত মণিধর্তে ক্ষতিরিপি সুতরাং
যতোবাচ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসামহ। সুতরাং জস্তান্তং
নু বিহু সুরাসুর গনানু দেবায় তন্মোনমঃ।

মহাশয় ! ঐত হইয়াছি কোন দরিদ্রের হুঃখ মোচনার্থে
ভগবান অনেক ঐশ্বর্য্য পশ্চি মধ্যে রাখিলেন। দরিদ্র সেই
স্থানের নিকটাবর্তী হইয়া অন্ধ কিরূপে গমন করে চিন্তাকরতঃ
মুদ্রিত চক্ষে ঐ ঐশ্বর্য্য উলঙ্ঘন পূর্ব্বক গমন করিল। তাহা-
তেই বলি যে রূপ দুর্ভাগ্য লোকের সম্পত্তি দান করিলে তাহা
লভ্য দূরে থাকুক ঈক্ষণ করিতেও বঞ্চিত হয়। তদ্রূপ বহু
শাস্ত্রে পরমেশ্বরের স্বরূপ তত্ত্ব নিশ্চয় সত্ত্বেও দুর্ভাগ্য বশতঃ
অপ্রাপ্য জ্ঞানে পরমার্থ হইতে অন্ধ হয়। কি আশ্চর্য্য !
বিভূষণ রাজাকে লীলা সরস্বতী উপদেশ করিয়াছেন ;—

যত্র যত্র যথোদেতি তথাস্তে তত্র তত্রৈব।

তদেব মেঘরাজঃস্থং লীলার্থং যুগবর্ণিতে ॥

যে যে স্থানে যে প্রকারে যে বস্তু প্রকাশ পায়, সেই
সেই স্থানে সেই প্রকারে বিজ্ঞানাত্মা ব্রহ্ম তদ্রূপে স্থিত
জানিবে। হে রাজন ! সেই ব্রহ্ম লীলার বৃত্তান্ত এই তোমার
নিকট স্বরূপ বর্ণনা করিলাম। পরন্তু ব্রহ্মাও পুরাণে,—

পরব্রহ্মকে জানিয়া বলিয়াছিলেন আমি মনু আমি সূর্য ইত্যাদি।

অতএব এই বেদান্ত বাক্যে নিশ্চয় হইতেছে ইন্দ্রাদি দেবগণে বামদেব প্রভৃতি মর্হর্ষি জনে ব্রহ্মবেত্তা হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অন্যদপি।

তদ্ব্যোষোদেবানাং প্রতিবুধ্যতে সএব তদভবেদিতি।

এই প্রত্যর্থার্থা। যে সেই পরম দেবতাকে জানেন, তিনি তাহাই হবেন। কি আশ্চর্য্য! সর্ব্বং ধর্ম্মস্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে নিশ্চয় ধার্য্য হইতেছে সেই ব্রহ্ম ব্যতীত পদার্থ নাই তিনি আমাদের হৃদয় কুহরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং প্রহ্লাদের এইরূপ বাক্য সত্যপ্রতিশ্র-মান করণার্থে স্তম্ভ হইতে নৃসিংহরূপে অবতীর্ণও হইয়াছেন, তজ্জাচ তিনি অপ্রাপ্য জ্ঞানে আপন ধনে বঞ্চিত থাকিয়া কূতর্করূপ কুপে নিমগ্ন থাকা কম আক্ষেপের বিষয় নহে।

যদি বল যতোবাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসামহ। চকিত মবিধন্তে প্রত্নিরপি। অবাং মনস গোচর। ইত্যাদি বাক্যের অর্থ কিরূপে রক্ষা পায় তদর্থে বলি কিয়দংশ দৃষ্টে অর্থব্য-ধারণ অকর্তব্য। বিশেষ মহাজন কর্তৃক গীয়ায় হইয়াছে যে রূপ মক্ষিকা উত্তর ত্যাগ করত কুস্থানে রমণ করে, তদ্বৎ অধম লোকে সদর্থ স্থলেও কদর্থ গ্রহণ করে। অতএব উপযুক্ত কিয়দংশের অর্থ ধার্য্য করিতে হইলেও সদর্থ হইতে পারে। এস্থলে সমস্ত লোকের অসম্মত এবং পর-মার্থ হইতে অকৃত্রিম অর্থ অবধারণ অনিবেশ। যদি বল

কি সদৰ্শ তদৰ্শে বলি। বেদাৰ্থ বোধগম্য করিবার উপায়
যাহা মমু কর্তৃক উক্ত হইয়াছে ;—

পিতৃদেব মনুষ্যানাং বেদশচক্ষুঃ সনাতনং ।

অশক্যঞ্চ। প্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥

ইহার টীকা। অপ্রমেয়ঞ্চ মীমাংসাদিভ্যাম্ মিরপেক্ষ
ভয়া অনবগম্যমান প্রমেয়মেবং ব্যবস্থা ইত্যাদি। পিতৃদেব
মনুষ্যদিগের সদসং জ্ঞাপনার্থে সনাতন বেদই হইয়াছে।
চক্ষুস্বরূপ সেই অপৌরুষিক বেদের সার্বাৰ্থ ভ্যাম্ মীমাংসা
প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত জানা যায় না। শাস্ত্রান্তরে,
ইতিহাসপুরাণা দ্যৈর্বেদং সনুপজ্জিৎহয়েৎ ।

বিত্তেত্যম্পা ঞ্চ তাং বেদোমাময়ং গ্রহরিব্যতি ॥

ইতিহাস পুরাণাদি দ্বারা বেদাৰ্থ বৰ্দ্ধন করিবে যে হেতু
অম্পা ঞ্চত অর্থকারী হইতে বেদগ্রহণ প্রাপ্ত হইব অর্থাৎ
নষ্ট হইব জানে ভীত হইয়া থাকেন ;

অতএব ইহার তাৎপর্য ধার্য্য হইল বেদের প্রমেয়
ভাগ জ্ঞাপনার্থে অন্য শাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয়।* এজন্য
যতবাচ নিবর্ত্ত্তে। ইত্যাদি ঞ্চতিবাক্যের অর্থ ধার্য্যার্থে
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সাহায্য লইলাম। যথা ;—

তৈত্তির্য্যধারা মিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টা মিনাদবৎ ।

• অবাচ্য প্রশংসাব্যক্ত যন্তং বেদ সবেদবিৎ ॥

যিনি প্রশংস দ্বারা লব্ধ হইলেন এমন অনির্বাচ্য বুদ্ধকে
যে তৈত্তির্য্যধারা এবং দীর্ঘ ঘণ্টার শব্দের ভ্যাম্ বিচ্ছেদ রহিত
জানেন তিনিই বেদবিৎ। অতএব সেই পরাংপর যদি
বিচ্ছেদ রহিত অস্বিতীয় পূর্ণ হইলেন এবং নেহনা নাস্তি

যত্র যত্র মনোবাতি তত্র তত্র পরং পদং ।

তত্র তত্র পরংবুদ্ধ সর্বত্র সমবস্থিতং ॥

যে যে স্থানেই মন যায় সেই স্থানেই পরমপদ পরংবুদ্ধ
যে ছেতু তিনি সর্বত্র সমরূপে অবস্থিতি করেন । এতদ্বারা
বক্তব্য এই যে, যে স্থানেই যে ভাবে যে বস্তু লক্ষিত হয়
সে সমস্তই সেই পরাংপর পরংবুদ্ধ এমন স্থলে অপ্রাপ্য
জ্ঞানে কেন পরমধন হইতে বঞ্চিত হও । শাস্ত্রে,—

তিদ্যতে হৃদয়গ্রস্থি শিহদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত্যকর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে ॥

সেই পরাংপর ব্রহ্ম দৃষ্ট গোচর হইলে হৃদয়ের গ্রস্থি
ক্ষয় হয় এবং সমস্ত সংশয় বিনাশ পায় ও প্রালম্ব কর্ম
ক্ষয় হইয়া যায় । অতএব এতদ্বারা ধার্য্য করুন কদাচ সেই
পরব্রহ্ম অপ্রাপ্য নহে কেবল এই মাত্র স্বীকার্য্য অন্বাধিগ
অশুভ কর্ম্মচারি জনে তাহাকে জানিতে বা দেখিতে অবশ্য
অনধিকারি ।

ভগবদ্বাক্য ।

অক্ষার্পণং বুদ্ধহবিঃ বুদ্ধাগ্নিঃ বুদ্ধনাক্তম্ ।

বুদ্ধৈব তেন গম্যব্যং বুদ্ধ কর্ম্ম সমাধিনা ॥

বুদ্ধবাদিদিগের মত ভগবান্ প্রকাশ করিতেছেন যথা—
বুদ্ধই অর্পণ বুদ্ধই হবি বুদ্ধই অগ্নি বুদ্ধই বাউ বুদ্ধই গমনা-
গমন করেন । অর্থাৎ সমস্তই বুদ্ধ বুদ্ধবাদিরা এইরূপ জ্ঞানে
কর্ম্ম সমাধা করেন । অতএব বুদ্ধই সমস্ত ইহা নী বলিয়া
কোন বিচারে অপ্রাপ্য বলাবাইতে পারে । মহানির্ঝণতত্ত্বে ।

(গ)

জ্ঞানমার্গেই অব চিত্রপোজের মার্গেই অব চিন্ময় ।

বিজ্ঞাতাশয়মেবাত্মা যোজানাতি সমাত্মবিৎ ॥

আত্মজ্ঞানির লক্ষণ নির্বাচন করিতেছেন । যে শরীরাব-
হিন্ন আত্মাকেই জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা বলিয়া জানেন তিনিই
আত্মবিৎ । অধুনা সমাধির লক্ষণ প্রণিধান করুন ।

উর্দ্ধ পূর্ণ মধ্যঃ পূর্ণং মধ্যপূর্ণং বদাত্মকং ।

সর্বং সূর্ণং স আত্মেতি সমাধি স্তম্বলক্ষণং ॥

যে উর্দ্ধ অধো মধ্য সর্বত্র পূর্ণ রহিয়াছেন অর্থাৎ সর্গ
মর্ত্য পাতালাদি ও সমস্ত ভূতের অন্তর বাহ্যে পরিপূর্ণ ভাবে
অবস্থিতি করেন তিনিই আত্মা যে এরূপ আত্মাকে জানেন
তিনিই সমাধিযুক্ত । অতএব বক্তব্য এই যে কি ব্রহ্মবাদি
কি আত্মজ্ঞানি কি সমাধিযুক্ত সমস্ত মহানুগ্গেই যখন সর্বত্র
ব্রহ্ম দেখেন তখন অপ্রাপ্য মনসাসহ ইত্যাদি বাক্যের বিপ-
রীত অর্থও কি প্রাজ্ঞের অতব্য হইতে পারে । আরও বলি,
সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবন্তাবমান্বন । সর্ব ভূতেই যে
ভগবানকে দেখে । তেষু ভাগবতভ্রম । সেই ভাগবৎ মধ্যে
উত্তম অতএব সর্বত্র জগদীশ্বর না দেখিয়া সর্বত্র ব্রহ্ম না
বলিয়া অপ্রাপ্য মনসা যবে কেন পরম ধনে বঞ্চিত হও
নেই পরমাত্মা সর্বত্র সমরূপে প্রহ্লাদের ইত্যাদি বাক্য
হিরণ্য কশ্যপ পরীক্ষা করায় স্তম্ভ হইতে কি নৃসিংহদেব
প্রকাশ হন নাই । কি আশ্চর্য্য ! মনুষ্য গো আদি না
শাকা না দেখা অন্ধের নিকট প্রভ হইয়া কি প্রাজ্ঞের
জাহ্নাই বিশ্বাস উচিত হয় ?

যশ্চাবতার চরিতানি বিরিঞ্চী লোকে ।

গায়ন্তি নারদ সুখাত্তব পদ্মযাদ্য ॥

স্বয়ং বুদ্ধা যাঁহার অবতার এবং চরিত্র সর্বত্র কির্জন
করেন যাঁর গুণ যজ্ঞদেব এবং শুক নারদাদি অহরহ গান
করেন তিনি অপ্রাপ্য কিরূপে লাভ্যস্ত হয় যে বাক্যের অগো-
চর তাহার কি বাক্যের দ্বারা বর্ণন সম্ভবে? যে মনের
অগোচর সে কি ধ্যানে লব্ধ হইতে পারে। কলীতর্প যে
রূপ বৈদ্য কর্তৃক ঔষধার্থে গোক্ষুরা সংগ্রহের অনুমতি
প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞ লোকে গোরুর ক্ষুর ছেদন করিয়াছিল
তন্মায় ভ্রান্ত পুরুষ কর্তৃক ভাবাতীত গুণাতীত বাচাতীত
শব্দের বিপরীত অর্থ হইয়া কি ধ্যান কি মনন কি উপাসনা
সমস্ত বিষয়ের যুলোৎপাটনের মূলীভূত কারণ হইয়াছে।
কিন্তু হেশজ্ঞান শাস্ত্রে। যামতি স্বাগতি ভবেৎ। যাহার
যেমত মতি তাহার তদ্রূপ গতি হইবেই হইবে এ বিধান
যে সেই পরমাত্মাকে অপ্রাপ্য জানিবে সে কখনই প্রাপ্ত
হইবে না অতএব কুশলাকাজিক জনগণের ঐমত প্রবাদ
জনক নিশ্চয় সর্বতোভাবে তেজ্য বিধেয়।



স্বাকার সম্পাদন ও নিরাকারের উপাসনা ধ্বংস।

যেমন আমাবশ্যা ভিধি যোগে চন্দ্রের অবিদ্যমানতা
হেতু নিবিড়াস্থকারাকারে কেবল খোদ্যাতিকার প্রাহুর্ভাব
দর্শন হয় তদ্রূপ এই ঘোর তমাস্বরূপ কলিযুগে সুধি ব্যক্তি
বিস্মল হইয়া কেবল অজ্ঞানিচয়ের প্রাবলতা লক্ষিত হয়। যেমন
উদ্যানে কণ্টকারত বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সুকণ সুগতিক

অবরোধ করে তন্ত্রায় অধুনা অধম সমূহ সমায়িত হইয়া
সুজ্ঞান সুপথকে সমাক্ষ প্রকারে উচ্ছিন্ন করিতেছে; এ
আশ্চর্য্য নহে যে হেতু শাস্ত্রে ।

জলৌটৈবনিরতিদ্যন্ত সেতবোবর্ষভীশ্বরে ।

পাষণ্ডিনামপদ্ধাদৈ বেদমার্গাঃ কলৌ যথা ॥

যে রূপ ঈশ্বর কর্তৃক বর্ষণে জল সমূহ দ্বারা সেতু তদ্ব
হয় সেইরূপ কলিযুগে পাষণ্ড কর্তৃক অসদ্বাদ দ্বারা বেদমার্গ
বিচ্ছিন্ন হইবে । তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পূর্বে কথিত হই-
য়াছে জগদীশ্বর অপ্রাপ্য রবে তৎ প্রয়াসে উদ্যম উচ্ছিন্ন
দিতেছে আবার অনেকানেক জনে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া বসেন,
স্বাকার পরমেশ্বর নহে, স্বাকার উপাসনা কখনই মোক্ষ
প্রাপক নহে । এইরূপ অসদ্বাদ দ্বারা বহু বহু লোককে
পরমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে এ বিধায় মুমুকু
গণের প্রতিবোধার্থে এই বলি যে রূপ এক স্নাত সময়ে
কাঠিন্য সময়ে তরল হয় । কলিতাপ উভয় অবস্থাই এক
স্নাত সংখ্যা ভিন্ন অষ্ট্রী হইতে পারে না তদ্বৎ নিরাকার ও
স্বাকার অতিশ্রু ভিন্ন ভিন্ন নহে যে হেতু শাস্ত্রে ।

আশ্রয় চেতসো বিষ্ণু দ্বিধা তত্র স্বভাবতঃ ।

ভূগমুর্ভ মমুর্ভঞ্চ পরঞ্চ পরম্বেবচ ॥

হে ভূপ ! সেই বিষ্ণুই আশ্রয় । যিনি স্বভাবতঃ দ্বিধা
রূপে কথিত অর্থাৎ মূর্ত্তিমান ও অমূর্ত্ত অর্থাৎ আকার
বিশিষ্ট হন । নিরাকারও বটেই এবং পর সংখ্যাও তিনি
অপর সংখ্যাও তিনি । পরন্তু বেদান্ত সূত্র যথা ।

বিকার বর্জিত তথাহি স্থিতি মাহ ।

তঁহার শঙ্কর ভাষ্য যথাঃ বিকারাবস্থাপিচ নিত্য যুক্তং
 পারমেশ্বর রূপং ন কেবলং বিকার মাত্র গোচরং অবিভু
 মণ্ডলাদ্যধিষ্ঠানং তথাহুস্ত দ্বিবিধ রূপাং স্থিতি মাহাত্ম্যঃ
 তাবনস্ত মহিমা । ন চ ত্রিবিধিকাররূপমিতরালম্বনাঃ প্রাপ্ত-
 বন্তীতি শক্যং বক্তুং । অতঃচ যথৈব দ্বিরূপে পরমেশ্বরে
 নিগুণং রূপ মনবাণ্য সগুণ এবাবতিষ্ঠতে । এবং সগু-
 নেপি নিরবগ্ৰেহৈশ্বর্য্য বনবাণ্য সাবগ্ৰেহ এবাবতিষ্ঠতে
 ইতি দ্রষ্টব্যং ॥

পরমেশ্বরের রূপ সৃষ্ট্যাদি বিকারে লিপ্ত নহেন সুৰ্য্য
 মণ্ডল মধ্যবর্তী নিত্যযুক্ত পরমেশ্বরের রূপ কেবল সগুণ
 এমত নহে নির্বিকারি নিরীহ নিগুণও বটেন, এতাবতী
 তাঁহার মহিমা তিনি শরিরী অশরিরী দুই রূপেই অবস্থিতি
 করেন । কিন্তু অতর্কনীয় প্রযুক্ত কোন অবলম্বন দ্বারা তাঁহার
 নিগুণ রূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না । অতএব নিগুণ রূপ
 অপ্রাপ্য বিধায় সগুণ রূপের অবলম্বন করতঃ উপাসনা
 করিবে এবং সেই সগুণ রূপও যদি ভাবনা দ্বারা শৈশ্বর্য্য না
 হয় তবে সারগ্ৰেহ অর্থাৎ প্রতিমাদি সন্নিধানে স্বাক্ষ দৃষ্টি
 দ্বারা মনের স্থির নিমিত্তে উপাসনা করিবে । অতএব বেদান্ত
 সূত্র ও শঙ্কর ভাষ্য দ্বারা স্পষ্ট রাক্ষ হইতেছে, সাকার
 নিরাকার উভয় রূপেই পরমেশ্বর অপিচ নিরাকার উপাসনা
 উপেক্ষা করতঃ সাকার উপাসনার কর্তব্যতা দর্শাইলেন ।
 পুনশ্চ বেদান্ত সূত্র ।

পাতিধ্যোপদেশাক্ত ।

অতিয়া অর্থাৎ বুদ্ধ অশমা হইতে অনেক হইবার

সংকল্প করিলেন। এবং অন্য প্রভিতেও লক্ষিত হইতেছে
যথা। অহং বহুস্তাং প্রজা য়ে য়েতি। অর্থাৎ আমি
অনেক হইব এই সংকল্পে বহুরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন।
পুণশ্চ বেদান্ত সূত্র।

আত্মকতেঃ পরিণামাৎ।

সৃষ্টি সময়ে বুদ্ধ স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি অনেক রূপ ধারণা করেন। যথা প্রভৃতি।

জীবাং পরাসৌ ভুবনত্রয়াদিস্তোকঃ পরাত্মারজআদি যুক্তঃ।
ত্রিবর্ণ রূপোপি শরীরহীনো ভক্তেঽসিদ্ধার্থমুপৈতিদেহং ॥

যিনি জীব হইতে ভিন্ন এবং ভুবনত্রয়ের আদি এবং
এক ও রজঃ সত্ত্ব তম এই ত্রিবিধ গুণ বিশিষ্ট এবং অকার
উকার মকার এতৎ বর্ণত্রয় স্বরূপ ও অশরিরী হইয়াও
ভক্তের ইচ্ছা সিদ্ধার্থ শরীর স্বীকার করেন তিনি পরমাত্মা।
পরঞ্চ।

গুণাতীতোপি ত্রিগুণ সূচীভ্যাক্রময় ত্রিমূর্তি

যঃ স্বর্গস্থিতি বিলয় কর্ম্মাণিতম্মতে রূপাপারাবার
পরম গতিরেক ত্রিজগতাং।

যিনি গুণাতীত এবং রজ আদি গুণত্রয়ের সহায়
এবং ত্র্যাক্রময় অর্থাৎ অকার উকার মকার বর্ণত্রয় স্বরূপ
এবং যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবা দি মূর্তিত্রয় অঙ্গীকার পূর্বক
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন এবং কৃষ্ণার মাগর এবং যিনি
স্বর্গ মর্ত পাতাল এই ত্রিলোকের পরমগতি তিনিই ব্রহ্ম।
পুণশ্চ বদান্তি ব্যাক্য।

চিন্ময়স্থা দ্বিতীয়স্ত নিকলস্থা শরীরিণঃ ।

উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকম্পনা ॥

যিনি চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ এবং অদ্বিতীয় অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত এক মাত্র এবং নিকল অর্থাৎ কলাশূন্য পূর্ণ এবং অশরীরি অর্থাৎ শরীর রহিত নিরাকার যে ব্রহ্ম, তিনি উপাসক ব্যক্তিগণের কার্য শিক্কার্থ কম্পনাপূর্বক নাকার রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। অতএব সেই সর্ব-শক্তিমান পরম পুরুষ সাকাররূপে উৎপন্ন হওয়া স্পষ্ট প্রদর্শিত হইল। অন্যচ্চ ।

ব্রহ্মাদি দেহৈরনিসং পরাশ্চা সৃষ্টি স্থিতিসংহতি

মাতনোতি শৈবোৎপত্তো হরিতত্ত্বি যুক্তোধ্যায়ৈঃ

সদা যং প্রলয়াদিহিনং ॥

যে ব্রহ্মাদি শরীর ধারণপূর্বক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি কর্মাচরণ করেন এবং যাহাকে শৈব শাক্ত বৈষ্ণবাদি নিরন্তর ধ্যান করেন তিনি পরমাশ্রা ॥ ভগবৎকীতা ॥

অজোহপি সন্নব্যায়াত্মাত্তানা মিশ্যরোহপিসন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সত্ত্ববাম্যাত্মায়য়া ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। আমি জন্ম মৃত্যু ও পুণ্য পাপ রহিত হইয়াও আপন মায়ী বশতঃ স্বীয় স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞান বল পরাক্রমাদির সহিত ইচ্ছাধীন শরীর ধারণ করি। অন্যদগি ।

যদাযদাহি ধর্ম্মস্থগ্নানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥

হে ভরতবংশ ! যে যে সময়ে ধর্ম্মের হানি এবং অধ-

যেই আধিক্য হয় সেই সেই কালে আপনি আপন শরীর
সৃষ্টি করি। পুনশ্চ চণ্ডীতে ব্যক্ত হুত্ব রাজ্য প্রার্থ করিয়া-
ছিলেন যৎকর্তৃক এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে। যিনি নিয়ন্তা
তঁাহার স্বভাব এবং স্বরূপ আমি জানিতে ইৎসা করি।
ইহার উত্তর মেধস করিয়াছিলেন। যথা—

নিত্যৈবমা জগন্মুক্তি স্তয়াসকর্মিদং ততং ।

তথাপি তৎ সমুৎপত্তি বহুধাশ্রয়তাং যম ॥

দেবানাং কার্যসিদ্ধার্থ মাভির্ভবতি গী যদা ।

উৎপত্তেতি তদালোকে সা নিত্যাপাতিধীরতে ॥

সেই মহাবিদ্যা নিত্যা অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু রহিত স্বভাব
এবং জগতের আদি কারণ এবং এই ব্রহ্মাওই তঁাহার মূর্তি
এবং তাঁহা হইতে এই সংশয় বিহীন হইয়াছে যদিও তঁাহার
উৎপত্তি নাই তত্রাপিও সেই জগদীশ্বরীর নানাপ্রকারে উৎ-
পত্তি বিবরণ শ্রবণ কর। সেই ভগবতী জন্ম মৃত্যু রহিতা
হইয়াও দেবতাদিগের অভিষ্ট সিদ্ধ্যার্থে যে যে সময়ে মূর্তি
ধারণ করিয়াছিলেন সকলে সেইসেই সময়ে তাঁহাকে উৎপত্তা
বলিয়াছেন। হে পাঠকগণ! এইরূপ বলিয়া তঁাহার দুর্গা
কালী তারা ইত্যাদি বহু রূপের বর্ণন করিয়াছেন এবং মূর্তি
বিচারে।

যো যো যাদৃশ ভাবেন নিত্যং ধ্যায়তিভক্তিত ।

তত্বেকপেন তস্মৈকং পুরয়েৎ পরমেশ্বর ॥

নিরন্তর ভক্তিপূর্বক যাদৃশ রূপ বিশিষ্ট দেবতার ধ্যান
করে পরমেশ্বর তাদৃশ রূপ বিশিষ্ট হইয়া তাহার অভিলষি
পূরণ করেন। ভাগবতে

বিভবিক্রপান্যববোধ আত্মাক্ষেমায় লোকস্ত
চরাচরস্ত । যজ্ঞোপপন্নানি মুখাবহানি সত্যম
ভদ্রানি মুহঃ খলানাং ।

ইহার তাৎপর্য্যে সাধু ও নিম্পাপিদিগকে পালন এবং
অভদ্র খলদিগকে দমনার্থে সেই পরমাত্মারূপ ধারণ করিয়া
থাকেন । ব্রহ্মবৈবর্তে ব্রহ্মখণ্ডে ।

সৃষ্টব্রুশেন তৎব্রহ্মচাংসেন পুরুষ স্মৃত ।

সেই ব্রহ্ম সৃষ্টির উন্মুখে আপন অংশে ব্রহ্মাদি রূপে
পুরুষ হইয়াছেন ।

মহাভাগবতের অন্তর্গত ভগবতী গীতা ।

ত্রৈলোক্য জননী দুর্গা ব্রহ্মরূপা সনাতনি ।

প্রার্থিতা গিরিরাজেন তৎপত্ন্যা মেনকাপিচ ॥

মহোগ্র তপসাপুত্রী ভাবেন ব্রুনিপুঙ্গর ।

প্রার্থিতাচ মহেশেন সতী বিরহ দুঃখিতঃ ॥

গিরি রাজের উগ্র তপস্যায়া বশীভূত হইয়া গিরিরাজের
প্রার্থনায়তে এবং সতী বিরহে মহাদেব দুঃখিত হইয়া
প্রার্থনা করিয়াছিলেন এ জন্ম কন্যাভাবে মেনকার গর্ভে
ত্রৈলোক্য প্রসবিতা ব্রহ্ম রূপা সনাতনি দুর্গা জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন ।

রুদ্রগীতা ।

ক্রিয়া কলাপৈরিদম্বেব যোগিনঃ শ্রদ্ধাষিতাঃ সাধু

ব্রহ্মন্তি সিদ্ধয়ে । ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপ লক্ষণং

বেদেচ তত্ত্বেচ তএব কোবিদাঃ ॥

হে ভগবন্ ! যে সকল যোগী শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সিদ্ধি

লাভার্থে ক্রিয়া কলাপ দ্বারা তোমার এই সাকার রূপের উপাসনা করে সেই মহাত্মাই বেদ ও তন্ত্রে পণ্ডিত। পরন্তু ব্রহ্মা কৃত স্তব যথা—

রূপং তৈবতং পুরুষৰ্ষভেজ্যং
শ্রেয়োৰ্ধিতি বৈদিক তাত্ত্বিকেন।
যোগেন ধাতঃ সহনস্ত্রি লোকান্
পশ্চাম্যমুশ্মিন্নুহবিশ্য মূর্তৌ ॥

হে পুরুষোত্তম ! তোমার এই সাকার রূপই শ্রেয়োৰ্ধি জনগণ কর্তৃক বৈদিক ও তাত্ত্বিক উপায় দ্বারা পূজনীয়। হে ধাতঃ ! তোমার এই রূপ পরিচ্ছন্ন নহে যে হেতু বিশ্ব মূর্তি রূপ তোমাতে ত্রিলোক এবং আমাদিগকে যুগপৎ দর্শন করিতেছি। পাঠকগণ ! এতদ্বারা বিবেচনা করুন, বেদ প্রকাশক স্বয়ং ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবগণ কর্তৃক স্পষ্ট উক্ত হইল বিষ্ণু আদির সাকার রূপ অপরিচ্ছন্ন এবং বেদে ও তন্ত্রে যে পণ্ডিত হইলেন তিনিই সাকার রূপের উপাসনা করেন। অতএব মূৰ্খ ব্যতীত কে সাকার রূপের অবহেলা করিতে পারে। পুষ্পদণ্ড কর্তৃক ব্যস্ত হইয়াছে ভক্তাধীন ভগবান কেবল ভক্তের হিতার্থে শরীর স্বীকার করিয়াছেন, তত্রাচ সাকার ঈশ্বর নহে এইরূপ সাধুদিগের বিবাদ জনক এবং খলদিগের তুষ্টিকারক যে কুতর্ক তাহা অভদ্র কর্তৃক উক্ত হইয়া থাকে।

শঙ্কর ভাস্কর প্রকাশ আছে—

ধ্বিবিধোহি বেদোক্ত ধর্মঃ প্রব্রুতি লক্ষণো নিরুতি
লক্ষণশ্চ। তত্রৈকো জগতঃ স্থিতি কারণং প্রাণিনাং সাকার-

দভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স হেতুর্ধর্মঃ সধর্মঃ ব্রাহ্মণ্য দৈর্ঘ্যনিতিরা-
 শ্রমিতিঃ শ্রেয়ার্থির্ভিরমুচীরমানোদীর্ঘেণকালেন অনুষ্ঠাতৃণাং
 কামোদ্ভবাকীর্যমান বিবেক বিজ্ঞান হেতুকেনাধর্মো নাতি-
 ভূয়মানেধর্মো প্রবদ্ধমানে চাধর্মো জগতঃ স্থিতিং পরিপাল-
 য়িষু শা আদি কর্তা নারায়ণাখ্যোবিষ্ণুর্ভোগস্য ব্রহ্মণো
 ব্রাহ্মণোভ্যস্ত্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বনুদেবা দংশেন ক্লমঃ
 কিলসমভুব ব্রহ্মণভ্যস্ত্যহি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্বাবৈদিকোধর্মঃ
 তদধীনত্বাঙ্গণাশ্রম ভেদানাং ॥

বৈদিক ধর্ম দুই প্রকার প্রথম জগতের স্থিতির কারণ
 প্রযুক্তি লক্ষণ এবং ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক অনুষ্ঠীয়মান প্রাণি
 দিগের সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ নিরুক্তি লক্ষণ দ্বিতীয় কামনা
 বশতঃ বিবেক জ্ঞানের নাশক অধর্ম দ্বারা ধর্মের অতীতব
 পূর্বক অধর্মের বৃদ্ধি হইলে জগতের স্থিতি ইচ্ছা করিয়া
 সেই আদি কর্তা নারায়ণ ব্রাহ্মণ্য ও তদধীন বৈদিক ক্রিয়া
 রক্ষার নিমিত্তে দেবকীর গর্ভে বনুদেবের ঔরসে আবির্ভূত
 হইয়াছিলেন।

তথাহি। সচ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তি বল বীৰ্য্যতে
 জ্যোতিঃ সদা সম্পন্ন ত্রিগুণাত্মিক্যং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়ামূল
 প্রকৃতিং বশীকৃত্যযোহব্যয়ো ভুতানামীশ্বরো নিত্য
 শুদ্ধ বুদ্ধ যুক্ত স্বভাবোপি সন্ স্বমায়য়া দেহ বানিবজাতইব
 লোকানুগ্রহং কুর্স্বন্ লক্ষতে স্বপ্রয়োজনাতাবেপি ভুতানু
 জিঘ্রক্স্য বৈদিকং হি ধর্ম্যবয়বজর্জনাং শোকমোহমহোদধৌ
 নিমগ্না যোপদীদেশ গুণাধিকৈর্হি গৃহীতোহমুচীর মানস
 ধর্মঃ প্রচরং গমিষ্যতীতি। তংধর্মং ভগবতাযথোপদিকং

বেদব্যাংসঃ সৰ্বজ্ঞ ভগবান্ গীতধিঃ সপ্ততিঃ শ্লোকশতৈঃ
রূপ নিবন্ধঃ ।

সেই বড়ৈশ্বর্য সম্পন্ন ভগবান্ ত্রিগুণাত্মক স্বীয় মায়াকে
বশীভূত করিয়া স্বয়ং যুক্ত স্বরূপ হইয়াও স্বীয় মায়া দ্বারা
উৎপন্নের ন্যায় দৃষ্টি গোচর হইয়াছিলেন স্বীয় প্রয়োজন
না থাকিলেও লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অর্থাৎ মহতের
অনুষ্ঠীত ধর্ম লোক যাত্ৰেরই গ্রাহ্য হইবে এই বিবেচনায়
শোক সাগরে নিমগ্ন অর্জুনের প্রতি পূর্বোক্ত বৈদিক ধর্ম
দ্বয় উপদেশ করিয়াছিলেন সেই ভগবানের উপদেশ সকল
সাত শত শ্লোক দ্বারা সৰ্বজ্ঞ বেদব্যাংস গীতা শাস্ত্র নিবন্ধ
করেন ।

এতদ্বারা বল্য এই যে জগদীশ্বরের স্বাকার রূপ। এই
রূপে সমস্ত শাস্ত্রই ব্যক্ত করিয়াছেন । এত অতীব বাহুল্য
জ্ঞানে আর প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে স্বকিদ হইয়া বুদ্ধিগুণে
এই বলি এই ভারত ক্ষেত্রে এমন দেশ নাই যে স্বাকার
উপাসক অতাব আছে এমন কি প্রাচীন রীতি নীতি দেখা
যায় এমন ভদ্রলোক নাই যে তাহার গৃহে দুটি দশটি বিগ্রহ
সেবা না আছে । বরং কোনও গৃহে শত সহস্র সাবয়ব
মুক্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে অতএব সর্ব শাস্ত্রে যখন স্বাকার
দেব দেবীর উৎপত্তি বারম্বার যুক্তকণ্ঠে গান করেন এবং
সমস্ত দেশে সেই সকল দেব দেবী স্থাপিত লক্ষিত হয় এবং
কি বহু বান্ধব কি পণ্ডিত সমূহ যখন স্বাকার উপাসনা বিধি-
য়েই নিয়োগ করেন এমতাবস্থায় প্রমাদ্যক মনের বশীভূত
হইয়াও কি দেশাচার শাস্ত্রাচার কুলচাচার বিরুদ্ধ তর্কব-

স্বামী হইয়া বিপথগামী হওয়া বিধেয়। আর "বদি জগদী-
শ্বরের এক নাম দয়াময়। এ স্থলে যে সমস্ত সাধক তাঁহার
প্রাপ্ত কামনার পঞ্চতপা প্রভৃতি কঠোর যত্না ভোগ করত
তপস্যাচরণ করিয়াছেন তাহাদিগের প্রতি কি তাঁহার দয়া
প্রকাশ পূর্বক দর্শন দান উচিত হয় না এবং যদি চান্দুল
প্রত্যক্ষ হওয়া তাঁহার কর্তব্য হয় তবে শরীর ধারণ ভিন্ন
কি রূপে দর্শন দিবেন। কি আশ্চর্য স্বাকার রূপ ধারণের
কর্তব্যতা শাস্ত্রে বলেন (পরিভ্রাণায় সাধুনাং) সাধুদিগের
পরিভ্রাণার্থে তেঁহ শরীর স্বীকার করিয়া থাকেন কলিতার্থে
ও দেবা, ষায় আমরা পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব [কর্তৃক যে
উপদেশ প্রাপ্ত হই নাই বাহ্য রাজাধীরাজ কিম্বা মহা ধীম্পন্ন
পণ্ডিত সমূহ কেহই জ্ঞাত নহে সেই পরমানন্দদায়ক অথচ
অদ্রান্ত তত্ত্ব কেবল সেই স্বাকার রূপ হইতেই অর্থাৎ দুর্গা
কালী কৃষ্ণ রাম প্রভৃতি হইতেই ব্যক্ত। এমন কি বিচার
মূলে দেখা যায় ভগবদ্গীতা ভগবতীগীতা রামগীতা প্রভৃতি
অশেষ বিশেষ শাস্ত্রে যেরূপ জ্ঞান নিম্নিত হইয়াছে তাহার
গূঢ়ার্থ কি কেহ বোধগম্য করিতে শক্ত এবং বাহ্যার। সেই
সদর্থ কিঞ্চিৎ মাত্রও ধারণা করিয়াছে তাহাদিগের কি
কখন কোন দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে। এবং তাহারা কি
সেই কৃষ্ণ-বিষ্ণুর গুণানুবাদ কীর্তনে তিলান্ন বিরত হইতে
পারে। মহাশয়! আমরা নিশ্চয় অবগত আছি যেরূপ
বসন্ত কালের মাধুর্য কখনই বানর অবগত নহে তদ্ব্যায় অধর
লোক সেই দেব দেবীর মহিমা কদাচই জানিতে শক্ত
হয় না। কিঞ্চিৎ বিচারমূলে দেখুন শরীর স্বাকার এবং

জ্ঞান নিরাকার কিন্তু সেই স্বাকার শরীর ব্যতীত নিরাকার জ্ঞান কোন কার্য করিতেই পারগ নহে যেহেতু স্থলেও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি করিতে বা ধর্মার্থ মোক্ষদানে যাহারা স্বাকার কিছুই নহে বলে তাহাদিগের অপেক্ষা হতযুগ্ম কে আছে ?

বিশেষ পরমেশ্বরের স্বাকার রূপ স্বীকার না করিলে সমস্ত শ্রুতিকেই অবমাননা করা হয়। যেহেতু কাঠকে।

আসীমোহরস্বজতি শয়ানঃ পরিধাবতি। ইতি

যিনি উপবেশন করিয়াও দূরে গমন করেন শয়নে থাকিয়াও সর্বত্র ধাবমান হইলেন। এতদ্বারা বক্তব্য এই যে পরমেশ্বরকে স্বাকার না বলিলে শয়ন উপবেশন নিরাকারে কি প্রকারে সম্ভব হয় সুতরাং শ্রুতি দৃষ্টে স্বাকারই উপলব্ধি হয় কেননা যে কালে শেষ পর্য্যঙ্কশাস্ত্রি ভগবান তৎকালে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত ভুভার হরণার্থে শয়ন অবস্থাতে থাকিয়াও পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছেন। অতএব শ্রুতি ও পুরাণের ঐক্যতা প্রযুক্ত স্বাকারই পরব্রহ্ম ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। বিশেষ বেদান্ত সূত্র দৃষ্ট করুন। যথা। নাসতোহদৃষ্টদ্বাং।

অদৃশ্যত্ব প্রযুক্ত বিদ্যমানের অবিদ্যমানত্ব হয় এ জন্য ঈশ্বর অস্তিত্ব সত্ত্বেও নাস্তিকতা জন্মে অতএব ইহাই স্বীকার্য পরমেশ্বরের শরীর ধারণ লামান্য জীবের স্তায় অদৃষ্ট অন্য মূর শুদ্ধ ইংশায় আবির্ভাব যাত্র। শঙ্করভাস্য যথা।

যতশুদ্ধঃ হিরণ্যঃ স্যাপ্রসন্নিত্যাদি রূপ প্রবণং

পরমেশ্বরে নোপপদ্যত ইতি ক্রমঃ স্তাং পরমেশ্বর

তাপি জীবশাস্ত্রাদিদ্বয়ং রূপং সাধকমুগ্রহার্থং।

যে হেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে হিরণ্যবর্ণ হিরণ্যাক্ষ
ইত্যাদি শ্রবণে পরমেশ্বরের রূপ নাই এবং দেখা যায় না
এমত বলা যাইতে পারে না ইহাতে এই বুক্তি সিদ্ধ সাধকের
প্রতি অমুগ্রহ নিমিত্ত ঈশ্বরের ইচ্ছাবশত মায়ায় রূপ হয়।
শঙ্কর ভাস্কর ভাস্কর ।

সূর্যমণ্ডলে চাক্ষুষি চোপাস্ত্রভেদে শ্রবণে

কিঞ্চিৎ নিত্য সিদ্ধঃ পরমেশ্বর ইতি ।

সূর্য মণ্ডল মধ্যস্থ হিরণ্যবর্ণ পুরুষকে উপাস্ত্রে মায়ায়
রূপ কিঞ্চিৎ নিত্য সিদ্ধ পরমেশ্বর বলে এই সকল প্রমাণ
দ্বারা স্বাকার রূপি জগদিশ্বর নিশ্চয় হয় আরও অপূর্ব্বার্থ
নির্গত হইতেছে যে স্বাকার ব্যতীত পরমেশ্বরের কোন
মতেই উপাসনা হয় না এবং ইহা মান্য না করিলে শঙ্কর-
চার্য্যের ভাস্কর ও প্রতি অমান্য করা হয়। যে হেতু।

নাপ্রামাণ্যং স্বাকার প্রতিপাদক প্রতিপাদ্যঃ ।

অর্থাৎ স্বাকার প্রতিপাদক প্রতিপাদ্য অপ্রামাণ্য নহে ।

শঙ্কর ভাস্কর যথা ।

স এবমনীরুদ্ধাদি গুণগণোপেত ঈশ্বর স্তত্র হৃদয়

পুণ্ডরীকে নিচার্য্য দ্রষ্টব্য উপদিল্যতে যথা

শালগ্রামে হরিঃ ।

বাছ আধাত্মিক উপাসনার পরমেশ্বরের আধারস্থান
নিরূপণ করিয়াছেন। অতি সুক্ষম গুণ বিশিষ্ট যে ঈশ্বর
তঁাহাকে ধ্যান দ্বারা হৃদয় পদ্মে অবলোকন করত উপাসনা
করিবে সেমন অতি সুক্ষমাত্মা হরিকে বাছ শালগ্রাম চক্রে
অর্জনা করে। মহাশয় দেখুন অশেষ বিশেষ প্রতি সকল

এবং তাস্ত এক মাত্র স্বাকার যুক্তি ও স্বাকার উপাসনাই
কর্তব্য দর্শাইতেছেন।

এবং মনুর ষাদশ অধ্যায়ে ১২৩ শ্লোকের টীকায় কল্পক
তট্ট ক্রতি প্রমাণ দর্শাইতেছেন। যথা—

যুক্ত্যুক্তস্ত রূপেচ বুদ্ধনি সৰ্ব্বা এবোপাসনাঃ
শ্রুতিসিদ্ধান্তবন্তি।

যুক্ত এবং অযুক্ত উভয় রূপেই বুদ্ধ অর্থাৎ অগ্নি এবং
ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা যাহা কথিত হইল সে সমস্তই
শ্রুতি সিদ্ধি।

অপিচ তৈত্তিরিয় যজুর্বেদের সপ্তম ভাগের প্রথমা-
ধ্যায়ের পঞ্চমী শ্রুতি প্রভৃতিতে পরমেশ্বরের বরাহ
অবতারের প্রস্তাব বিস্তারিত হইয়াছে। অর্থাৎ বৎকালিন
একারণে জলে মগ্না পৃথিবী তৎকালিন অহিপর্যাক্ষশায়ী
পরমেশ্বরের শরীর জলমাধ্য ভাসমান ছিল। তাঁহার সৃষ্টি
করণেচ্ছা হইবাতে ব্রহ্মা রূপে একেশ হইয়া নব্বতী চিন্তায়
নিবিষ্ট হইলেন যে ধরা ব্যতীত ধারণ শক্তি হইতে পারে না
এইরূপ ধ্যানমান ব্রহ্মার দীর্ঘ নিশ্বাস নিগত হওয়াতে
বায়ুর উৎপত্তি হয় এবং পৃথিবী উদ্ধার নিমিত্ত ভগবান
বরাহ রূপ ধারণ করেন। প্রমাণ যথা। -

তস্ত ধ্যানান্তস্থনিঃস্বাধরাহ তোকোহজায়তেতি।

ধ্যানান্তস্থ যে ব্রহ্মা তাঁহার নিশ্বাসে বরাহ রূপে আবি-
র্ভাব হইয়া পৃথিবীর উদ্ধার করতঃ বিশ্বকর্মারূপে পৃথিবীকে
বিস্তারিত করেন। অন্তদৃশি।

যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্বং বামনেনেহজায়তে ।

তস্মাৎ সৰ্বৈঃ স্মৃতোবিষ্ণুঃ বিশ্ণুধাতুঃ প্রবেশনে ॥

যে হেতু বামন হইতে এই বিশ্ব জন্মিয়াছে এ জন্য সর্ব প্রকাশক বামন রূপি বিষ্ণু সকলের স্মরণীয় হইয়াছেন । এবং শ্লোকবেদে ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ইত্যাদি যজ্ঞার্থে এবং উহার শাকাপুনি টীকা প্রভৃতির অর্থে বামন অবতারের স্মৃতিশয় আতিশর্ষ্য ও সূর্য অগ্নি কালী প্রভৃতির উপাসনা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে পরন্তু জ্ঞানদীপিকার প্রথম খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠা ও তৃতীয় খণ্ডের ৮৬ পৃষ্ঠা হইতে অনেকানেক বেদার্থ প্রকাশিত হইয়াছে বিধায় লিপি বাহুল্য করিতে ইংনা না করিয়া অজ্ঞানিচয়ের সন্দেহ অপনয়নার্থে এই বলি যদিচ অগ্নি সূর্য শিব প্রভৃতি বহু পরমেশ্বর জ্ঞানে সূক্ষ্ম বুদ্ধি হীনের আপাততঃ সংশয় উদ্ভব হইতে পারে কিন্তু বেদার্থ ধারণা করিলে অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে ঈশ্বর এক এবং এক মাত্র স্বাকার দেব দেবীই তাহার রূপ সমস্ত শাস্ত্রেই এই মাত্র কীর্তন করেন । যে হেতু শামবেদ ।

যজ্ঞায়জ্ঞাবো অগ্নয়েগিরা গিরাচ দক্ষমে ।

প্রপ্রবয়ম্নতং জাতবেদসং প্রিয়ং মিত্রং নশ ওসিষদ ॥

যিনি অক্ষয় যুত্যাধর্ম্য বর্জিত যিনি জাতবেদা উৎপ্রাণি গণের জাতা যিনি মিত্রের স্যায় হিতকারি হে স্তোতৃগণ ! তোমরা সকলে স্তুতিবাক্য দ্বারা তাদৃশ অগ্নিদেবকে প্রস্তুত করিবার জন্য যজ্ঞে যজ্ঞে অর্থাৎ প্রতি যজ্ঞেই তাঁহার স্তুতি কর এবং আমরাও তাঁহাকে এক্রপে পুনঃ পুনঃ কীর্তন করি । মহাশয় দেখুন, অগ্নিকেই পরমেশ্বর বলিয়া শাম বেদ ব্যক্ত

করিলেন এবং ঋক্বেদে । অগ্নিমিলে পুরোহিতং ইত্যাদি এবং যজুৰ্বেদে অগ্নিআরাহি হোব্যাদাতয়ে ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিকেই জগদীশ্বর বলিয়া সমস্ত বেদ ভুরি ভুরি বাখ্যা করিয়াছেন এবং পুরাণে অগ্নিদেব দ্বিজাতিনাং । নীতিশাস্ত্রে গুররগ্নি দ্বিজাতিনাং । ইত্যাদি সকল শাস্ত্রেই অগ্নিকে পরমদেব বলিয়া প্রশংসাবাদ করিয়াছেন অধুনা দেখুন ঐ অগ্নিই রুদ্র সূর্য্যাদিরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন যে হেতু শামবেদ জর্য্যব্যোধ । তদ্বিবিড়টি বিশে বিশে যজিয়ায় । স্তোম ১ রুদ্রায় দৃশীকম্ । হে স্তুতিবোধ্য অগ্নি ! তুমি রুদ্র রূপী তোমাকে অনুকূল করিবার নিমিত্ত যজমানগণ উৎকৃষ্ট স্তব করিতেছেন অতএব সেই সকল যজমান রূপী প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য (অর্থাৎ তাহাদিগের) যজ্ঞ সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান গুলি সুচারু রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য যজন কার্য্য স্থানে প্রবেশ কর । পুনশ্চ শামবেদ ।

আদিং প্রত্নস্তরে তসোজ্যোতিঃ পশ্যন্তিবাশরম ।

পরোষদ্বিধ্যতেদিবি ॥

যখন দ্যলোকের উপরিভাগ হইতে চির গতিশীল এই বৈশ্বানর নামক অগ্নি সূর্য্য রূপে প্রদীপ্ত হইতেছেন তাহার অব্যবহিত পরকণ্ঠেই তাহার বাসর (অহোরাত্র) নিয়ামক প্রদীপ্ত তেজপুঞ্জ সকলেই দেখিতে পাইতেছে । অতএব পাঠকগণ দেখুন এক অগ্নিকেই শামবেদ রুদ্র এবং সূর্য্য বলিয়া স্পষ্ট গান করিলেন এবং উপাসনা কাণ্ডে রুদ্রায় অগ্নির্ভবে নমঃ । পুরাণে বিবৃ্ত্তব । তথাপি তুমি যখন

স্বয়ং। এ স্থলে অবধান করিলেই বোধ হইবে অগ্নি সূর্য্য
শিব বিষ্ণু প্রভৃতি পৃথক নহে। আর দেখুন—

সংপথ ত্রাক্ষণ ভাগে ।

আশ্রয়জানন্তো তেত্বাস্ত কুশলাজনা হে বিবেশো তেতব
মহঃ প্রকাশ স্বরূপং প্রকাশিকাং সূমতিং শোভনাং মতিং
ভজামহে । পুনশ্চ প্রভৃতি যজ্ঞো বৈবিষ্ণুরিতি ।

ইত্যাদি বাক্যের তাৎপৰ্য্যে । যজ্ঞ পুরুষবিষ্ণু আত্ম আকৃতি
হইতে যজ্ঞকে উৎপন্ন করেন । অতএব প্রত্যর্থে স্বাকার এবং
অশেষ মূর্ত্তি বলিয়াই বিষ্ণুকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ফলিতার্থে
স্বাকার ব্যতীত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি কার্য্য কখনই সম্পন্ন
হইতে পারে না তজ্জন্তু ত্রাক্ষবৈবর্ত্ত পুরাণ বলেন । প্রফা-
পাতাচ সংহর্ত্তা কলয়ামূর্ত্তি ভেদতঃ । এক পরমেশ্বর অংশ
ভেদে মূর্ত্তিভেদ হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি করিতেছেন
এবং অষ্টাবক্র সংহিতাও ইহার নিদর্শন । যথা—

তেজঃ পরাত্মনো রাজন্ শিশুকোৰ্জগদাত্মনঃ ।

ত্রিধাবিগ্রহবদ্ধাতি জগত্যদ্যপি তদ্গুণি ॥

সৃষ্টিক্তক পরমেশ্বরের তেজ তিন ভাগে সমবস্থিত হয় ।
অর্থাৎ গুণত্রয় স্বরূপ ঐ তেজ বিগ্রহবান হয়েন । অদ্যপি
তঁাহারা ঐ গুণ ত্রয়ের আধার স্বরূপ গুণি রূপে জগত ক্রি-
জমান আছেন । যথা—

তেজস্ত্রয়ং ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাস্তে ।

আসন শরীরিণঃ সর্ব্বৈশ্বেচ্ছয়া পরমাত্মনঃ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশানা গুণিনোহদ্যপি ক্তে যথা ॥

ঐ তেজঃ ত্রয়স্বরূপ দেবতা ত্রৈলোক্য বিষ্ণু শিব নামে বিখ্যাত
 তাঁহারা ইচ্ছাময় অর্থাৎ স্বয়ং পরমাত্মা আগম ইচ্ছানুসারে
 গুণাধার শরীরীরূপে অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছেন। অত-
 এব এই সমস্ত শাস্ত্রার্থে স্বাকারের প্রেততা ও নাম ও
 রূপ ভেদে বহু দেবতা হইলেও কলিতার্থ এক যেমন সমুদ্র
 উড়াগ নদী প্রভৃতি বহু নামধারী হইলেও জল এক পদার্থ
 এবং অগ্নি আধার বিশেষে ভিন্নবস্তুরূপে হইলেও অগ্নির
 বিভিন্নতা নাই, যেমন রাম নামক এক ব্যক্তি সন্ন্যাসী
 হর গৌরী সাহেব প্রভৃতি বহুরূপী নামধারণ করত কার্য্য
 উদ্ধার করে, কিন্তু এক রাম ভিন্ন অন্য নহে। তদ্রূপ রূপ
 ভিন্ন অগ্নি প্রভৃতি বহুনাম বা বহুরূপ দৃষ্ট হইলেও কলিতার্থ
 এক এতদর্থই মনু বলেন ;—

এতমেকে বদন্তগ্নিঃ মনুযন্তে প্রজাপতিং ।

ইন্দ্রমেকে পরেপ্রাণ মপরে ত্রৈলোক্য শাস্ততং ॥

এক পরমেশ্বরকে কেহ অগ্নি কেহ মনু নামক প্রজাপতি
 কেহ ইন্দ্র কেহ প্রাণ কেহ পরংত্রৈলোক্য বলিয়া উপাসনা করে।
 চণ্ডীতে প্রকাশ সেই নিত্য্য তগবতী শব্দু নিশব্দু প্রভৃ-
 তির সহিত বুদ্ধ সময়ে বহুরূপী হইয়া অর্থাৎ ত্রৈলোক্য
 রূদ্ৰাণী বৈষ্ণবী প্রভৃতি বহুরূপধারণ করিয়া যুদ্ধ করায়
 অনুরাগণ বলিয়াছিল তুমি অশ্বের সাহায্য লইয়া এত গর্ব্ব
 কর, তাহাতে জগৎজননী বলিয়াছিলেন,—

ঐকৈবাহং জগত্তত্র দ্বিতীয়া কামমাপরা।

অর্থাৎ এক আমি ব্যতীত দ্বিতীয় কে আছে এই বলিয়া
 সমস্ত রূপ সমরণ করিয়া একমাত্র হইয়াছিলেন। সুতরাং

বহু রূপ ছইলেও যে এক পদার্থ তাহাতে সন্দেহ কি ?
ভাগবতে প্রকাশ ;—

বদন্তিরঃ তত্ত্ববিদুতত্ত্বদ্পরম স্বয়ং ।

একৈতি পরমায়েতি ভগবান্ ইতি শব্দতে ॥

তত্ত্ববিৎগণে বলিয়া থাকেন, সেই পরমতত্ত্ব অদ্বয় এক
মাত্র তাঁহার নাম কেহ ব্রহ্ম কেহ পরমাত্মা কেহ ভগবান
বলিয়া থাকে । শাস্ত্রান্তরে,—

তয়ো হরিহর পদরেকা প্রভয় ভেদেন ভিন্নপদং বিভাতি ।

কলয়তি কেচিৎ মূঢ় হরিহর পদং ভিন্নং বিনাশাস্ত্রং ॥

সেই হরি এবং হর এক পদ কেবল ব্যাকরণ প্রভয়
দ্বারা ভিন্ন রূপ প্রতীয়মান করান । অর্থাৎ এক ঋ ধাতুর
‘ই প্রভয় করিয়া হরি এবং অচ্ প্রভয় করিয়া হর হয় ফলি-
তার্থে উভয় অর্থই অর্থ হরণকর্তা বুঝায় । কিন্তু কোন
কোন মূঢ় শাস্ত্র না জানিয়া বা আপন বিনাশের নিমিত্ত
হরি হর ভিন্ন বলিয়া কোন্দল করিয়া থাকে । শাস্ত্রান্তরে,

শিবস্য ত্রিবিম্বো যঃ ইহগুণ নামাদি সকলং ।

ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ সখলু হরিনামা হিতকর ॥

যে ব্যক্তি শিব এবং বিষ্ণু ইহাদিগকে গুণ ও নামাদি
সমস্ত ভিন্ন করিয়া দেখে সে নিশ্চিত হরিনামের অহিতকারী
অর্থাৎ হরিনাম করিয়াও কললাভে বঞ্চিত হয় । একরূপ স্থলেও
যাহারা হরি হরাদি পৃথক জানে তদপেক্ষা হতবুদ্ধি কৈ ?
গাড়ুড়ে ।

যা হুর্গা শৈবকালী যা কালী শৈবরাধিকা ।

কদাচিৎ ললিতা দেবী পুংরূপী কৃষ্ণবিগ্রহ ॥

যে ছায়া সেই কালী যে কালী সেই রাধিকা এবং কখন
ললিতা দেবী কৃষ্ণরূপে পুরুষ হইয়াছিলেন। অতএব বিবিধ
শাস্ত্রার্থে এইমাত্র প্রমাণ যিনি একমাত্র যাঁহাকে শ্রুতি শ্রুতং
মত্বং পরং ব্রহ্ম ইত্যাদি বহু নাম বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন
তিনিই কৃষ্ণ কালী অগ্নি প্রভৃতি বহুরূপে প্রকাশ হইয়াছেন
কলিতার্থে যেরূপ এক আকাশ ঘটাকাশ মঠাকাশ স্বরূপে
পৃথক পৃথক সজ্জা প্রাপ্ত হইলেও আকাশের বিভিন্নতা নাই।
তদ্রূপ কালী কৃষ্ণাদির পৃথক নাম বা পৃথক ধ্যান হইলেও
অতির তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই যদি বল দেহ পঞ্চ-
ভূতের বিকার সুতরাং দেহি দৈশ্বর হইতে পারে না। তদর্থ
বলি ;—

দ্বিদ্ধোম কেবল মনস্ত মনাদি মধ্যং

ব্রহ্মেতি স্রাতি নিজচিত্ত বশাং সয়ন্তুঃ ।

আকার বানিব পুমানিব বস্তুতন্তু

বদ্ধাতনুজীব তন্তু নাস্তি দেহঃ ॥

আদি অন্ত মধ্য রহিৎ এক চিদাকাশরূপে দেদীপ্যমান
সয়ন্তু এই ব্রহ্ম স্বকীয় চিত্ত দ্বারা শরীরি হইয়া আকার
বিশিষ্ট পুরুষের দ্বারা প্রকাশ পায়েন। বস্তুত বদ্ধাতনু
সন্তানবৎ ইহার শরীর মিথ্যা। অর্থাৎ বদ্ধাতনু সন্তান নাম-
মাত্র বস্তুত নাই, তেমন ব্রহ্মার শরীর চক্ষু গোচর বটে কিন্তু
মিথ্যা। যেমন সুদীপ্ত যাত্রার কার্য্যানুরোধে এক ব্যক্তি
কান্দুরা তুলুকা^{নদে} রূপ প্রত্যক্ষ করায় কলিতার্থ তাহার
সেইরূপ মিথ্যা। অত্যাশ্রয়।

হে রাজন! ইহাতে এমন শঙ্কা করিও না, যে মিথ্যা

হইতে কি কলোৎপত্তি হইবে। যেমন কালুয়া তুলুয়া রূপ যদিচ মিথ্যা কিন্তু ঐ আকৃতি হইতেই স্থান মার্জ্জম হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মার রূপ মিথ্যা হইলেও তাহার উপাসনা ব্যতীত চিত্ত-মার্জ্জম হইতে পারে না। ভুরিশ শাস্ত্রে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে তৎপ্রমাণ নিশ্চয়োজ্ঞন।

ব্রহ্মা সংকল্পা পুরুষঃ পৃথ্যাদি রহিতাকৃতিঃ ।

কেবলং চিত্তমাত্রায়া কারণং ত্রিজগৎস্থিতেঃ ॥

সংকল্পা পুরুষ যে ব্রহ্মা তিনি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত শূন্য কেবল চিত্তমাত্র স্বরূপ তিনি এই ত্রিজগতের স্থিতির কারণ আত্মা স্বরূপে সর্বত্র আছেন।

• অতএব এতদ্বারা ব্যক্ত করিতেছি ব্রহ্মার একটি আকার দৃষ্টেই পরিচ্ছন্ন অথবা সর্বব্যাপক অসম্ভব, এমত বিবেচনা উচিত হয় না। কারণ ক্ষুদ্র একটি বস্তু যে রূপ আকৃতি তদপেক্ষা মূল দ্বারা বহু স্থান যখন ব্যাপ্ত প্রত্যক্ষ হয় তখন সেই বেদ প্রতিপাদ্য প্রবল ব্রহ্মা চতুঃমুখ বিশিষ্ট হইয়াও সর্বত্র ব্যাপ্ত অসম্ভব কি। কোন সরোবরে এক তাল জল দৃষ্টেই কি জলের সেই পরিমাণ বলা কর্তব্য যেহেতু সমস্ত পৃথিবী সেই জলব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে সজ্জন! জল যেমন সময়ে আবির্ভাব সময়ে তিরোভাব হয়, এবং ঐ তিরোভাব দৃষ্টেই জল না থাকা সাব্যস্ত হইতে পারে না। তদ্বৎ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও কার্য বশতঃ আবির্ভাব তিরোভাব স্বীকার করিতে হইবে, যে রূপ যুগ্ম প্রস্তুত করিতে যন্ত্রের আবশ্যক হইবেই হইবে। তদ্রূপ সৃষ্টি স্থিতি লয় ও চতুঃবর্গ প্রদান করিতে জগদীশ্বরের 'দেহ' আবশ্যক হইবেই হইবে।

সুতরাং তদৃষ্টে পরিচ্ছন্ন বলা কর্তব্য নহে। হে মহাশয়! ক্ষুদ্র এক ষাকড়সার জাল যখন পরিচ্ছন্ন অপরিচ্ছন্ন দুই বলিতে হইবে, অর্থাৎ ঐ জাল যখন ষাকড়সা প্রকাশ করে তখন ব্যক্ত আবার ঐ জাল যে কালে সম্বরণ করত গমন করে তখন অব্যক্ত এ স্থলে সেই ব্রহ্মাদির কেবল পরিচ্ছন্ন বলা কিরূপে যোগ্য হয়। যোগবাশিষ্টে,—

সর্বসংকল্প রহিতা সর্বসজ্জা বিবর্জিতা।

শৈবাচিদা বিনাশাত্মা তত্ত্বোক্ত্যাদি কৃতাভিদাঃ ॥

সংকল্প শূন্য অবিনাশী সকল সংজ্ঞা বিবর্জিত সেই চিত্ত ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানীরা ব্রহ্মাদি নাম কল্পনা করেন। পুনশ্চ।

দিক্কালাদ্য নবচ্ছিন্নমাত্মতত্ত্বং স্বশক্তিতঃ।

লীল্যৈব বদাদত্তে দিক্কালা কলিতং বপুঃ ॥

দিক কালাদিতে বাহার অবচ্ছেদ নাই এমন যে পরমাত্মা ব্রহ্ম তিনি যে কালে লীলা দ্বারা স্বশক্তি দ্বারা কালাদি স্বরূপ শরীর ধারণ করেন সেই কালে জীব নাম ভজন করেন। পুনশ্চ।

বুদ্ধিস্বত্ব বলোৎসাহ বিজ্ঞানৈশ্বর্য্য সংস্থিত।

সএব ভগবান্ ব্রহ্মা সর্বলোক পিতামহঃ ॥

সেই শরীর বুদ্ধিস্বত্ব বল উৎসাহবিজ্ঞান এবং শট্টৈশ্বর্য্য যুক্ত হইয়া সকলের পিতামহ ব্রহ্মা হন। পুনশ্চ।

আকাশ ক্ষুরদাকার সংকল্প পুরুষো যথা।

পৃথ্ব্যাদি রহিত ভাতি স্বয়ত্ত্বভাসতে তথা ॥

সংকল্প পুরুষের ন্যায় এই ব্রহ্মার আকার আকাশ

হইতে লীলাস্থ হইয়াছে ইহার শরীর পৃথিব্যাদি শূন্য ইনি
চিদাকার ব্রহ্ম স্বরূপে প্রকাশমান আছেন। হে পাঠক!
যদিচ ব্রহ্মার শরীর দৃষ্ট হয় কিন্তু বাজীকরে যেমন মিথ্যা
কত শরীর দৃষ্ট করায় তদ্রূপ ইহা উপযুক্ত শাস্ত্রীয় বাক্যে
প্রতিপন্ন হইল অধুনা যত্ন দেখুন।

সর্বৈবাত্ত সনাতানি কৰ্ম্মানিচ পৃথক পৃথক।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক সংস্থান্চ নির্মমে ॥

কল্পক তট কৃত টিকা। সপারমাত্মা হিরণ্যগৰ্ভ রূপেণা-
বস্থিতঃ সর্বৈবাং নামানি গোজাতের্গোৱিতি অশ্বজাতেরশ্ব
ইতি।

সেই পরমাত্মা ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করিয়া এই মনুষ্য,
এই গো, এই অশ্ব এই রূপে সকলের নাম এবং বাস্কনাদি
চাতুর্কর্ণের পৃথক পৃথক কৰ্ম্ম সকল বেদে পূৰ্ব্ব কল্পে যাহার
যেমন ছিল তদ্রূপ নির্দিষ্ট করিলেন।

যদাসদেবো জাগৰ্ভি তদেদং চেততে জগৎ।

যদা স্থপিতি শান্তাত্মা তদাগর্ভং নিমীলতি ॥

যখন সেই ব্রহ্মা জাগ্রত হইলেন, তখন এই জগত অর্থাৎ
মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদি সৃষ্টি হইয়া চেষ্টাশ্রিত হয় এবং
তিনি যখন নিদ্রিত হইলেন, তখন জগৎ প্রায়শ দশা প্রাপ্ত
হয়। অতএব এতদ্বারা ব্রহ্মার উৎপত্তি বা বিনাশ কোন
রূপে সাব্যস্ত হইতে পারে না কেবল ইচ্ছায় লীলা স্বত্রে
এই স্বীকার্য।

ততঃ স্বরত্নতর্জগামব্যকোব্যজ্ঞয়স্বিদং।

স্বহাতুভাদি স্বভৌতঃ প্রাহরানী ভুমোজমঃ ॥

কুল্লুকতটুকৃত টীকা। ততঃ প্রলয়াবসামানন্তরং স্বয়ত্ত্ব
পরমাত্মা স্বয়ত্ত্ববতি স্বেচ্ছয়া শরীর পরিগ্রহং কৰোতি
নত্বিতর জীববৎ কর্মায়ত্ত দেহঃ।

সেই পরমাত্মা ইচ্ছাকৃত ব্রহ্মা রূপে দেহধারী হইয়া
আকাশাদি এবং মহাদাদি তত্ত্ব যাহা অব্যক্ত ছিল তাহা
প্রকাশিত করত আপনি প্রকাশ পাইলেন। এখন বেদ
দেখুন।

মুণ্ডক প্রতীতি।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সমুভূব বিশ্বস্থকর্তা ভুবনস্ত
গোপ্তা। সত্রক্ষ বিদ্যাং সৰ্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্কায় জ্যেষ্ঠ
পুত্রায় প্রাহ ॥

প্রধান পুরুষ ব্রহ্মা সকলের অগ্রে স্বয়ং প্রকাশ হইয়া
ছিলেন, তিনি বিশ্বের কর্তা এবং ভুবন সমূহের সুখ দাতা
সেই ব্রহ্মা সৰ্ববিদ্যাশ্রয়া ব্রহ্ম বিদ্যা জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ককে
কহিয়াছিলেন। যোগবাশিষ্ঠে।

পরমে ব্রহ্মণি ব্রহ্মা স্বভাববশতঃ স্বয়ং :

জাতঃ স্পন্দময়োনিত্য মূর্মিজ্জলনিধাবিব ॥

ব্রহ্মা সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্মময় সমুদ্রে তরঙ্গ ন্যায় স্বয়ং উৎ-
পন্ন হইয়া স্বভাব বশতঃ সুপ্রোস্থিত বিজ্ঞানে এই সমস্ত
জগতের সৃষ্টি করেন। কি আশ্চর্য্য! ব্রহ্মা স্বয়ং আবির্ভাব
হন, এ কারণ স্বয়ত্ত্ব বলিয়া সকলে বিখ্যাত করেন, তত্রাচ
সাধারণের ন্যায় ব্রহ্মার উৎপত্তি ইহাও কি প্রাজ্ঞের
কথিতব্য? যদি বল রজগুণে ব্রহ্মা ইহা শাস্ত্রে বলেন,
তদর্থে বলি যেকোন পক্ষ ব্যক্তির পরত লঙ্ঘন অসাধ্য অসম-

দ্বিধ ব্যক্তির শাস্ত্র তত্ত্ব নিশ্চয় বা ব্রহ্মাদির গুণ সংখ্যা করা ও তদ্বৎ কারণ উপযুক্ত মনু পুরাণ উপনিষদাদি শাস্ত্রে যখন ভুরিঃ বাক্যে ব্রহ্মাই পরমাত্মা বলিয়া স্পষ্টই কীর্তন করিলেন এ স্থলে সেই গুণাতিতের গুণ সংখ্যা কি উদ্ভাদ চেষ্টা বিশেষ নহে যোগবাশিষ্ঠে দেখুন।

তুর্গং স্তম্ভপূজিতো দেবঃ সৌর্যপাদ্যাদিনামগ্না ।

অবোচন্মাঃ মহাসম্ভঃ সর্বভুতহিতেরতঃ ॥

টীকা। যদ্যপি সৃষ্টিরজঃ প্রধান স্তম্ভাংগি জগদ্ভ্রাকারো-
দ্ভুত কারুণ্যত্মমহাসম্ভঃ সম্ভ গুণ সম্পন্নঃ অতএব সর্বভুত
হিতেরতঃ ।

বশিষ্ঠ বলেন,

আমি সেই জগৎ পিতা ব্রহ্মাকে দেখিয়া সমস্তমৎপ্রযত্ন
সহকারে অতি সম্বরে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক পূজা করিয়া-
ছিলাম মৎকর্তৃক পূজিত হইয়া সম্ভ গুণাবলম্বী সর্ব প্রাণীর
হিতৈষী ভগবান ব্রহ্মা আমাকে এই কথা বলিলেন ।

টীকার অর্থ । যদ্যপি সৃষ্টি কার্য্যার্থে রজগুণ প্রধান
তথাপি জগৎ উদ্ধার নিমিত্ত অতীব করুণা মহাসম্ভ গুণের
কার্য্য স্মৃতরাং ব্রহ্মা অহরহ সর্বভুতের হিতে রত এ জন্ম
সম্ভগুণ সম্পন্ন ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না । কি
আশ্চর্য্য ! কোন বচনে রজগুণে ব্রহ্মা শ্রুত হইয়াই যদি
ব্রহ্মা বাগানের মালির ন্যায় হেয় করি তবে শিব তদপেক্ষা
হেয় হয় যে হেতু তিনি তমগুণি কিন্তু মহিম্ম শব্দে দেখুন
ঐ শিবকে গন্ধর্ব্ব রাজ পুষ্পদণ্ড বলিয়াছেন বিশ্বোৎপত্তির
নিমিত্ত তোমার ব্রহ্মা রূপের প্রণাম করি এবং জনসমূহের

সুখার্থে বিষ্ণু রূপের প্রণাম করি এবং সংহারার্থে হররূপকে প্রণাম এবং মুক্তির নিমিত্ত শিব রূপকে প্রণাম করি, সজ্জনগণ দেখুন এককেই ত্রিগুণ ও গুণাতীত বলা হইল। কলতঃ গুণাতীতোপি ত্রিগুণ সচিব এক পরাত্মা রজ আদি যুক্ত সমস্ত শাস্ত্রেই ইহা বলিয়া কীর্তন করেন। তত্রাচ ব্রহ্মার কেবল রজগুণ বিষ্ণুর কেবল সত্ত্ব, শিবের এক মাত্র তমগুণ বলিয়া দ্রুস্ত ভাস্তগণে মাধুদিগের বিসাদ জনক কুতর্ক পরতঃ পরত উচ্চারিত করিয়া থাকে। ইহা জানে না যে বিভীতম্প্রশ্রুতাৎ বেদোমাময়ং প্রহরিস্মৃতি। এ আশ্চর্য্য নহে যেহেতু শাস্ত্রে।

হেতুবাদ সুনিপনাঃ পাণ্ডিত্যে চপলং বচ।

সকলেই প্রায় হেতুবাদ নিপুণ হইবে, অর্থাৎ হেতু দ্বারা ধর্ম্মপ্রমাদকরিবে এবং চপলবাক্যই পাণ্ডিত্যের কারণ হইবে। কিন্তু হে সজ্জনগণ! বিচার রূপ নেত্রে নিরীক্ষণ করুন যে বিষ্ণু, সেই ব্রহ্মা, সেই শিব, সেই রাধা ইহাতে অনু-মাত্রও সন্দেহ নাই। পরন্তু বেরূপ বিষ্ণু এবং শিবাদি দেবগণের প্রায়শজনেই পরমেশ্বর বলিয়া কীর্তন করেন, তদ্রূপ ব্রহ্মা ইহা অজ্ঞাত এ বিধায় কেবল ব্রহ্মাকেই লক্ষ করিয়া কীর্তন করিলাম, কিন্তু কৃষ্ণ বা কালী প্রভৃতিকেও এই রূপ নিগুণ ও সগুণ বলিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ শাস্ত্র বারম্বার সাতিশয় আতিশয়্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন।

তগবদ্বাক্য।

অবজানন্ত মাং যুতা মাগুশীন্তুমাশ্রিতং।

পরং ভাব মজানন্তো মমভূত মহেশ্বর ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন। আমি শুদ্ধ স্বহৃদয় তথাচ ভক্তের
ইচ্ছার অধীন হইয়া মনুষ্য দেহধারণ করিয়া থাকি। কিন্তু
সর্বভূতের মহেশ্বর স্বরূপ আমার মথার্থ ভাব না জানিয়া
কেবল মুঢ় মূর্খ লোকে মনুষ্য জ্ঞানে আমাকে হেয় করে।

মহাশয়! এইরূপ ভুরি ভুরি শাস্ত্রে শিব হুর্গাদির
ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিয়াছেন এবং ঐ সকল নিত্য বিগ্র-
হাদির প্রতি অসুয়া বুদ্ধি মুঢ়ের কার্য্য ইহা বলিতেও ক্রটি
করেন নাই। পরন্তু এস্থ বাহুল্য জ্ঞানে এই তক লিপি
করিয়া অধুনা এই বলি, যাহারা স্বাকার উপাসনা হেয়
করতঃ নিরাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলে, তাহাদিগের মূর্খতা
প্রত্যক্ষ করুন। আদৌ উপাসনা শব্দের অর্থ বেদান্ত সার
এই বলেন।

সগুণ ব্রহ্ম বিম্বৈক চিত্তৈকাগ্রং।

সগুণ অর্থাৎ রূপবিশিষ্ট দেবগণেতে যে চিত্তের একাগ্র
তাহাকেই উপাসনা বলে।

বেদান্ত দর্শন বলেন।

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ।

এই সূত্রের শঙ্কর ভাস্কর যথা।

সর্বগতস্তাপি ব্রহ্মণ উপলক্ষার্থং স্থান বিশো নোন।

বিরুদ্ধতে শালগ্রামইব বিফোরিত্যেতদপ্যুক্তমিব।

বেদান্তে এই ব্যক্ত করেন, স্থানাদিতে পরমেশ্বরের
উপাসনা করিবেক আদিপদে প্রতিমা যস্তাদিতে ব্রহ্মের
অধিষ্ঠান আছে তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে, যেহেতু শঙ্করভাস্কর
অর্থ করেন। যদিচ সর্বগত বিশ্বব্যাপক বিষ্ণু বটেন,

তথাপি শালগ্রামে নিত্য অবস্থান এ জন্য সেই যন্ত্রই উপাসনার স্থল শাস্ত্র ইহা উক্ত করেন । পুনশ্চ বেদান্তমুক্তি ।

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ।

যদি অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি হয় তবে উদাসীন অনীহমান অর্থাৎ মর্ক্স চেষ্টি শূন্য জনদিগেরও অতিমত সিদ্ধ কেন না হয়, কারণ অভাবের মূলত প্রযুক্ত কোন চেষ্টির আবশ্যক নাই ।

কি আশ্চর্য্য ! কার্য্য ব্যতীত ফলোৎপত্তি কদাচই সম্ভবে না । এ স্থলে নিরাকার ভাবাতীত পদার্থে ধ্যানধারণাদি উপাসনা কার্য্য শাস্ত্রিত যুক্তি ত অসঙ্গত হইতেছে । হে মহাশয় ! কৃষকদিগের ক্ষেত্র কর্ম্মের যত্নাভাবে শস্য কি উৎপন্ন হয় । কুস্তকারের মূলিকা সংস্কারাদির অযত্নে ঘটাди কি উৎপন্ন হয় তন্তুবায়দিগের তদ্রূপ যত্নাভাবে বস্ত্রাদি কি লভ্য হয়, অতএব বক্তব্য এই যে যখন কোন একটা ফল কর্ম্ম ব্যতীত লাভ না হওয়া স্পষ্ট দেখা যাইতেছে তখন উপাসনা কর্ম্ম ব্যতীত পরমেশ্বরের অনুকম্পা লাভ কদাচ হইতে পারে না । সুতরাং নিরাকারে সাধনাদির অযোগ্যতা মতে স্বর্গ ও অপবর্গ কদাপি হইতে পারে না । ভাব ব্যতীত অভাব পদার্থ অনর্থক যেহেতু ভাবের অবিদ্যমানতাতে অভাব বক্তব্য হয়, এ বিধায় অভাবের বস্তু সংজ্ঞা মিথ্যা যেমন তেজ ও অন্ধকার অর্থাৎ অন্ধকার পদার্থ নহে শুদ্ধ তেজোভাগের অভাবের নাম অন্ধকার । তদ্রূপ ঈশ্বরের তিরোভাবের নাম নিরাকার, সুতরাং নিরাকারকে অভাব পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করে এতৎ জন্য শরীরের রক্ত

আখ্যা ও অব্যক্ত আখ্যা অশরীরি অতএব ব্যক্ত উপেক্ষা করত অব্যক্ত রূপের উপাসনা বিমূৰ্ছক।

হে মজ্জম ! কর্তব্যাকর্তব্যেয় নির্ণয় শাস্ত্র সেই ভগবৎ-
কীৰ্ত্তা যখন স্পষ্ট বলিলেন, ক্লেশবীকতরন্তেষাং অব্যক্ত শক্ত
চেতসাং । অর্থাৎ ব্যক্ত রূপের উপাসনায় বিরত হইয়া
অব্যক্ত রূপের উপাসনায় কেবল অধিক ক্লেশ মাত্র এবং
ষেদ কর্তী ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন ।

শ্রেয়ঃশ্রুতি ভক্তিযুগদস্ত্যতেবিভো । লিকশস্তি যে কেবল
বোধ নক্ৰয়ে । তেষামসৌকেশল এব শিকতে ।

নান্যৎ যথাস্থূল ভুমার ঘাতীনাং ॥

যেরূপ তুষে আঘাত করিলে কখনই তণ্ডুল লাভ হয় না,
উপরন্তু ক্লেশ মাত্র হয় । তদ্রূপ ভক্তি পথ উপেক্ষা করতঃ
যাহারা জ্ঞান লাভার্থে বত্ন করে তাহাদিগের কেবল ক্লেশ
ভাগী হইতে হয় । এগন বেদান্ত দর্শন দেখুন ।

না ভাব উপলব্ধে ।

অতাব পদার্থের উপলব্ধি কোন মতেই হইতে পারে না ।
অতএব সর্বতোভাবে অভাব যে নিরাকার তাঁহার উপলব্ধি
দ্বারা উপাসনা কদাপি সম্ভব হয় না এ জন্য স্বাকার উপা-
সনাই শ্রেয়স্কর । শাক্তরীভাস্থ যথা ;—

যথা নাপ্যভাবঃ কস্মচ্চিদ্রূপান্তি হেতুঃস্মাৎ ।

অভাবত্বা দেবশশবিষাণবৎ । সর্বস্য বস্তুনঃ

স্বেন স্বেন রূপেণভাবাস্বনৈবোপলভ্যমানত্বাৎ ।

অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তাবভাবাহিত যেষ সর্বং

কার্য্যং স্ত্যনৈবং দৃশ্যতে ॥

অভাব পক্ষার্ধ কদাচিৎ কাহার উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। যেমন শব্দকশ্চক্ৰ সৰ্ব্বথা অসম্ভব তদ্রূপ অভাব হইতে গঠনাদিকার্য্য কাহার গোচর হয় না। এই হেতু যেমন শব্দবিশান শব্দ শব্দমাত্র, তন্মাত্র নিরাকার শব্দ সৰ্ব্ব-
তোভাবে অভাব। কেবল স্বাকার বুদ্ধের প্রশংসাবাদমাত্র। কারণ সকল বস্তুর স্থির স্থীয় রূপে ভাবাত্ম উপলভ্যমান হয় আকার তিন্ন ভাবগম্য কখনই হইতে পারে না। অভাবের কার্য্য অভাব, যেহেতু ভাবকরণ বাচীত ভাব কার্য্যের উৎ-
পত্তি দৃষ্ট হয় না। যথা— শঙ্করভাস্ত্র।

বীজাদ্যবয়বানা মধুরাদি কারণ ভাবাত্ম্যুপগমাৎ।

যথা স্থির স্বভাবানা মেব সুবর্ণাদীনানং প্রত্যভি-

জ্জায় যানানানং ক্লচকাদি কারণ ভাবদর্শনাৎ ॥

যেমন বিজ্ঞাদিতে বিদ্যমান কারণ ভাব অধুরাবয়ব না থাকিলে বুদ্ধোৎপত্তি হয় না তদ্রূপ উৎপত্তির কারণ অবয়বী না হইলে অবয়ব জগতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যদ্রূপ স্থির স্বভাব সুবর্ণাদিতে ক্লচকাদি অর্থাৎ কুণ্ডলাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ দৃশ্যমান সুবর্ণ তিন্ন অন্তরগ হইতে পারে না, তদ্রূপ দৃশ্যমান স্বাকার তিন্ন জগৎ কার্য্য কদাপি উৎপত্তি হইতে পারে না। পুনর্ধ্বা শঙ্করভাস্ত্র,—

পূর্বানন্বোত্তরাবন্বয়োঃ কারণ মভ্যুপগমাৎ।

তন্মাদমন্ত্যঃ শব্দবিষানাদিত্যঃ সমুৎপত্ত্য দর্শনাৎ।

সন্ত্যশ্চ সুবর্ণাদিত্যঃ সমুৎপত্তি দর্শনাৎ।

অনুপপন্নোর মভাবাত্তাবোৎপাত্য ভ্যুপগমঃ ॥

শাস্ত্রে এই যুক্তিসিদ্ধ করিয়াছেন। পূর্বাবস্থা উত্তরা-

বহু কারণ তন্নিষিদ্ধ লৌকিক উদাহরণ দিয়াছেন যে শশক শৃঙ্গ অভাবপ্রযুক্ত কোন কার্য্য দর্শন হয় না, সুবর্ণাদিভাব প্রযুক্ত নানাভরণরূপ কার্য্যের দর্শন হয়। সুতরাং অভাব হইতে ভাবোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব জগৎপিতা কারণ পুরুষের অবয়ব স্বীকার না করিলে অবয়বী জগতের উৎপত্তি কদাচ সম্ভব হয় না।

চক্ষুর্বাং মনসাং পন্থাব্যতীতোযেন ভুয়তে ।

তদীহা কেনবাবক্তুং শক্যতে পাঞ্চ ভৌতিনা ॥

বস্ততো গুণহীনাশ্চে ত্রয়োব্রহ্মাদয়োহমলাঃ ।

নিগুণানাং কথং ভুয়াদ্বিগ্রহঃ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥

আবির্ভাব তিরভাবে যেষাং স্বেচ্ছাবশান্নপ ।

অংশাং স্তানবাকথং ত্রয়োযেষামংশো জগত্ত্রয়ং ॥

চক্ষু মন বাক্যের অতীত যে পরমেশ্বর তাহার চেষ্টা বর্ণন করিতে পাঞ্চভৌতিক শরীরধারী ব্যক্তির সাধ্য কি? বস্ততঃ নিগুণ নির্মল নিত্য শুদ্ধ পরমেশ্বর ত্রয়োজন মতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রূপত্রয় হয়েন, তাঁহাদিগের শরীর যে পাঞ্চভৌতিক ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? কেবল ইচ্ছা দ্বারা তাঁহাদিগের আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র প্রাকৃত শরীরবৎ নাশ্য নহে, যত কাঠিন্যের ন্যায় অর্থাৎ যত যেমন ক্ষণেক তরল ক্ষণে কাঠিন্য হয় তন্নিষিদ্ধ যতের বিনাশ হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মাদির স্বরূপের নাশ নাই এবং তাঁহারা কাহার অংশও নহেন, যেহেতু এই জগত্ত্রয় যাঁহাদিগের অংশ তাঁহাদিগকে অংশই বা কি প্রকারে বলা যায়। যেহেতু গীতায় মেকাংশেন স্থিত জগৎ। অতএব তাঁহা-

দিগের অংশেই জগৎ অতএব ভূতাত্ত্বিক শরীরধারী
ব্রহ্মাদি ইহা হেতুবাদ দ্বারা খণ্ডন করা হয় না। কেন না,
লৌকিক দৃষ্টান্তে তদ্রূপ শরীর দৃষ্ট হয় না। যথা বিষ্ণু
পুরাণে।

জুরঞ্জনুজোগুণন্তত্র স্বয়ং বিশেষ্বরোহরিঃ ।

ব্রহ্মারূপোস্ত জগতো বিশৃঙ্খৌ সংপ্রবর্ততে ॥

সৃষ্টিত্বর্বতান্ন দিনং যাবৎ কম্প বিকম্পনঃ ।

সর্বভুক ভগবান্ বিষ্ণুর প্রেমেয় পরাক্রমঃ ॥

তমোদ্রেকীচ কম্পান্তে রুদ্ররূপী জনার্দনঃ ।

মৈত্রৈয়াখিলভুতানি ভক্ষয়ত্যতি ভীষণঃ ॥

একত্বং রূপ ভেদশ্চ বাহু কর্ম প্রবৃত্তিজঃ ।

কারণ পুরুষ বিশেষ্বর নারায়ণ নিগুণ হইয়াও প্রয়োজন
বশতঃ রজোগুণ অবলম্বন করত ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি কার্য্যার্থে
প্রবর্ত্ত হইয়েন ঐ সৃষ্টির পরিপালনার্থে কম্পস্তাবধি স্বত্বগুণা-
বলয়ি সর্বভোক্তা অপ্রেমের পরাক্রমবিশিষ্ট বিষ্ণুরূপে
অনুদিন প্রতিপালন করেন। আবার তিনিই তমোদ্রেকী
হইয়া কম্পান্তে রুদ্ররূপে সকল জীবকেই গ্রাস করেন।
অতএব পরমেশ্বর অদ্বিতীয় হইয়াও বাহু কর্ম নিষ্পাদনার্থে
ভিন্ন রূপে অবস্থান করিতেছেন। অতএব নিত্য বিগ্রহ
ধারীর প্রতি অনুয়া করাই আত্ম বিনাশের কারণ, যেহেতু
নিত্য বিগ্রহত্বের প্রমাণ জন্ম খণ্ডে।

অহং ব্রহ্মাপি ভগবন্মাবয়োর্নিত্য বিগ্রহঃ ।

আবরাবংশভুতাযে প্রাকৃত্য নষ্ট বিগ্রহাঃ ॥

শিব প্রতি বিষ্ণু কহিয়াছেন, হে শিব ! তোমার ও

আমার বিনাশ রহিত নিত্য বিগ্রহ রূপ। আমাদিগের অংশ
ভূত যে প্রাকৃত ব্যক্তি সকল তাহাদিগের শরীরের বিনাশ
আছে। অতএব নিম্পন্ন হইতেছে, শিব বিষ্ণু প্রভৃতি
বিনাশ রহিত নিত্য বিগ্রহ। অপিচ শাস্ত্র ও যুক্তিতে
ইহাই স্থির হইতেছে, স্বাকার রূপই ধ্যেয়। নিরাকার
রূপ অধ্যয় হয়। স্বাকার উপাসনাতেই নিরাকারের
উপাসনা হয়, যেহেতু নিরাকার স্বাকার পদবাচ্য এক
মহাদেব কলিতার্থ নিরাকারের উপাসনাই হইতে পারে না।
যেহেতু শাস্ত্রে।

মধ্যাবেশ্য মনোযেমাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

শ্রদ্ধাপরয়োপেতাশ্চেষ্টে যুক্তোণমামতাঃ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন। যাহারা আমাকে সর্বজ্ঞত্বাদি গুণ
বিশিষ্ট পরমেশ্বর জানিয়া আমাতে একান্ত চিত্ত ও আমার
উদ্दिষ্টে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার আরাধনা
করেন, আমার মতে তাঁহারাই পরমযোগী হয়েন। পুনশ্চ।

ক্লেশোহধিক তরন্তেষা মব্যক্তাশক্তচেতসাং

অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ধিরবাধ্যতে ॥

নির্কিংশেষ ভাবাতীত বাচাতীত অব্যক্ত পরব্রহ্মে
আশক্ত চিত্ত, সাধকদিগের ক্লেশ অধিক যেহেতু অব্যক্ত
বিষয়ে দেহাভিমানীদিগের নিষ্ঠা করণ দুঃখের কারণ হয়।
হে সজ্জন! ইহা যুক্তিযুক্তও বটে, যেহেতু ভাবাতীত
বিষয়ে কিরূপে ভাব গোচর হইবে।

যেতু সর্বানি কর্ম্মাণি যয়িসংযুজ্যমৎপরাঃ।

অনন্তো নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেবামহং সমকৃতা যুত্ব সংসার সাগরাৎ ।

তবামিন চিত্তাং পার্শ্ব ময়াবেশিত চেতসাং ॥

যাঁহার। তৎপর হইয়া আমাতে সর্ব কর্ম সমাপণ পূর্বক আমাকে ধ্যান করিয়া ঐকান্তিক ভক্তি যোগ দ্বারা উপাসনা করেন। হে পার্শ্ব ! আমার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠা যুক্ত জনগণের যুত্ব ভয় যুক্ত সংসার সাগর হইতে অঙ্গ কাল মধ্যে আমি উদ্ধার করি।

ময্যেবমন আধঃস্বময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবশিব্যশি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

হে অর্জুন ! স্বভাবতঃ সংকল্প বিকল্পাত্মক যেমন তাহাকে আমার প্রতি স্থির এবং নিশ্চয়াত্মক যে বুদ্ধি তাহাকে আমাতে নিবিষ্ট কর এক্রপ হইলে আমার অনুগ্রহে জ্ঞানবান হইয়া আমাকে অর্পাৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবা ইহাতে সংশয় নাই।

হে যোক্ষাভিলাষী মানব ! নিরাকারে মনোনিবিষ্ট সর্বথারূপেই অসম্ভব ও দুঃখের কারণ অর্শাইয়া প্রত্যক্ষ গোচর স্বাকার রূপাদি রূপের উপাসনা শ্রেষ্ঠত্ব দর্শাইলেন, এবং তাহাতেও অনধিকারী সাধারণ বুদ্ধিমানের নিমিত্ত আরও সুগম মার্গ লক্ষ করাইতেছেন। যথা

অথচিন্তং সমাধাতুং নশ ক্রোষিময়ি স্থিরং ।

অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥

হে অর্জুন ! যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে পুনঃ পুনঃ আমাকে অনুস্মরণ রূপ যোগাভ্যাস দ্বারা আমাকে পাইবার যত্ন কর। অগিচ।

অভ্যাসেহপ্য সমর্থোহশি যৎকর্ম পরমোত্তম ।

মদর্থমপি কর্মাণি কুর্ষন্ সিদ্ধি মবাপ্স্যসি ॥

যদি এরূপ যোগাভ্যাসেতেও অসমর্থ হও, তবে একা-
দশীর উপবাসাদি ত্রুত ও পূজা এবং নাম সংকীর্তন প্রভৃতি
বাহ্য আমার প্রীতার্থে হয় যত্নপূর্বক তাহার অনুষ্ঠান
কর, এরূপ করিলেও যুক্তি প্রাপ্ত হইবা। অতএব বক্তব্য
এই যে পরমেশ্বর প্রাপক এরূপ সুগম মার্গ স্থলেও বাহ্য
কুতর্ক রূপ কণ্টকায়ত করত সেই মহৎ পথ রোধ করে
তদপেক্ষা দুর্ভাচারকে ত্রায় দর্শন বলেন।

বিনাস্বাকারনানোপ লভে ।

স্বাকার রূপ ভিন্ন নিরাকার উপলব্ধ হয় না। এস্থলে
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি। উপাসনা নিরাকারে কোন
রূপেই সম্ভব হয় না।

নান্নং যথাশূল ভূবাব ঘাতিনাং । অর্থাৎ ত্রুক্ষা বলি-
তেছেন, হে ভগবান ! তোমার কমনীয় রূপকে পরিত্যাগ
করতঃ বাহ্য অব্যক্ত রূপের উপাসনা করে তাহাদিগের
ক্লেশ মাত্র সার হয়। যেমন ভূবাবঘাতিদিগের পরিশ্রমই
সার অগ্নের কণা মাত্রও প্রাপ্ত হয় না। অতএব সম্ভব
গণের স্বাকার উপেক্ষা কর্তব্য হয় না। শাস্ত্রে

গবাং সর্পিঃশরীরস্থান করোত্যঙ্গ পোষণং ।

নিঃস্মৃতং কর্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধং ।

তথা সর্বশরীরস্থঃ সর্পিঃ পরমেশ্বরঃ ।

বিনাচোপাসনা দেব ন করোতি হিতংবৃষু ॥

যেমন গাভীর শরীরস্থ হুত তাহার অঙ্গ পোষণ করে না,

কৰ্ম দ্বারা নিঃসৃত হইয়া ঐক্য স্বরূপ হয়। তদ্ব্যতীত স্বতন্ত্ৰ সৰ্বশরীরস্থ ঐক্য বিনা উপাসনাতে সমুদ্যাদির ফলপ্রদ হয় না।

অতএব প্রতিমাদি স্থলে আবাহনাদি করত উপাসনা করিবেক অমূর্তিরূপে চিত্ত স্থির করিতে পারে না। সুতরাং উপাসনার বিঘ্ন হয়। যথা গাড়ুরপুৰাণে ;—

অমূর্তশ্চেৎ স্থিরোনস্তাত্তোমূর্তিং বিচিন্তয়েৎ ।

অমূর্তি চিন্তায় স্থির চিত্ত হয় না এ কারণ মূর্তি চিন্তা করিবেন। পুনশ্চ ব্রহ্মখণ্ডে,—

সেবা ধ্যানং ন ঘটতে তক্তানাং বিগ্রহং বিনা ।

সাধকদিগের সম্বন্ধে পরমেশ্বরের বিগ্রহ বিনা সেবা ধ্যানাদি ঘটনা হয় না। অন্ত্যাকাপীলে।

সদা সৰ্বগতোপ্যাত্মা তথা প্যাবাহয়েদ্বুধঃ ।

আত্মা যদিও সৰ্বত্রময় বটেন তথাপি সাধকেরা বিশ্বস্ত স্থলে আবাহন করিবেক। ব্রহ্ম বৈবৰ্ত্তে,—

নিরাকারং তথাধ্যৈয়ং যথাআচ তন্ম বিনা ।

যদ্রূপ শরীর ব্যতীত আত্মা অধ্যৈয় অর্থাৎ আত্মার অস্বায়ীত্ব হয় তদ্রূপ সাকার রূপ ব্যতীত নিরাকার রূপ অধ্যৈয়। যথা,—

দেবাশ্চবিভুবাং শ্রেষ্ঠাঃ স্তোতাংশক্ত্যাশ্লকতঃ ।

নির্লক্ষ্যং কংকম স্তোতুং তন্নীরীহং নমাম্যহং ॥

রূপ ব্যতীত পরমেশ্বরের ধ্যান ও স্তবাদি করিতে দেবতা-
রাও অক্ষম হয়েন। নির্লক্ষ্য পদার্থের স্তবাদি করিতে কে
ক্ষম হইতে পারে। লিঙ্গার্চন তন্ত্রে।

ইন্দ্রিয়ৈ রহিতো দেবঃ শূন্যরূপঃ সদাশিবঃ ।

আকারোনাস্তি দেবস্ত কিং তস্ম পূজনে ফলং ॥

ইন্দ্রিয়াদি রহিত দেবতা এবং আকার হীন শিব শূন্য রূপ হয় । সুতরাং যে দেবতার আকার নাই তাহার পূজায় কি ফল । অতএব নিরাকারের উপাসনা নিষ্ফল ।

শক্তিসংযোগমাত্রেণ কর্মকর্তা সদাশিবঃ ।

অতএব মহেশানি পূজয়েচ্ছিবলিঙ্গকং ॥

শক্তি সংযোগ মাত্রেই সদাশিব ও কর্মকর্তা হয়েন । নচেৎ জলবৎ নিস্পন্দ পদবাচ্য অতএব শক্তিয়ুক্ত স্বাকার বিশিষ্ট শিবলিঙ্গ পূজা করিবে । কারণ উপাসনা জন্ম ও ভুটাদি জন্ম ও অদৃষ্ট জন্ম ফলদাতৃরূপ গুণ বিশিষ্ট পর-মেশ্বরেতেই সম্ভব নতুবা নিরাকার ত্রন্ধেতে নিঃশব্দাদি • হেতুক অদৃষ্টাদি ফলদাতৃত্বের সম্ভাবনা কোন মতেই নাই । হে সজ্জন ! যে রূপের যে নিয়ম তাহার অন্যথা আচরণে কি শুভহইতে পারে, ফলিতার্থ স্বাকার রূপেরই শ্রেষ্ঠত্ব । যেহেতু স্বাকার রূপেই জ্ঞানরূপ বারিবর্ষণ দ্বারা সমূহ কলুষ মল বিনষ্ট করিয়াছেন । নিরাকার হইতে সেই মহৎ ফল কে কোথা লভ্য করিয়াছেন পরন্তু বাদীর বাক্যানুরোধে নিরাকারের প্রধানত্ব স্বীকার করিলেও তদ্বারা কলজনকও অসম্ভব তাহার প্রমাণ গবর্ণমেন্ট প্রধান হইলেও দন্য কর্তৃক উপ-দ্রবের শাস্তি মাজিক্রেট ভিন্ন হইতে পারে না । এ প্রযুক্তি নিরাকারোপাসনা নিষ্ফলোক্তনীয় এবং চারি বেদে একমাত্র স্বাকার বিশিষ্ট অগ্নি চন্দ্র রুদ্র প্রভৃতির উপাসনা ভিন্ন

নিরাকারের উপাসনা লক্ষ্য হয় না। যথা জনক খণ্ডিক্য
সংবাদে।

বিশ্বরূপং বৈরূপ্যং লক্ষণং পরমাত্মনঃ।

নতদ্যোগ যুজাশক্যং নৃপচিন্তয়িতং মতঃ।

ততস্থূলং হররূপং চিন্ত্যং যদ্বিশ্ব গোচরং ॥

বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের বিলক্ষণ রূপ আত্মা যাহাকে নিরা-
কার কহে তাহাতে ধ্যান ধারণাদি যোগচিন্তা দ্বারা কোন
সাধকই যুক্ত হইতে পারেন না। এ হেতু অচিন্ত্যরূপ কোন
মতেই চিন্তনীয় নহে। অতএব তাঁহার বিশ্ব গোচরীভূত
চিন্তনীয় স্থূল রূপের উপাসনা করিবেক। হে মহোদয়!
তাহাতেই সমস্ত রূপের উপাসনা সিদ্ধ হয় যে হেতু সর্ব-
বিশ্বময়ং জগৎ। অর্থাৎ একমাত্র বিষ্ণুই মূর্ত অমূর্ত রূপে
সমস্ত এস্থলে যেমন রক্তের অগ্রে জলধারা নিক্ষেপ করিলে
মূলেও সে জল প্রাপ্ত হয় এবং যদিচ মূলে জল প্রদান
করিলেও তদ্বারা শাখা পল্লব পুষ্ট হয় তথাচ অগ্রে জল
প্রদান করাই প্রচলিত নিয়ম তাহার প্রমাণ মালী উদ্যানে
জলদান করিতে রক্তের অগ্রভাগেই করিয়া থাকে, পরন্তু
তাহাতে যেমন কলজনকত্ব, মূলে প্রদানে তত নহে।

হে সজ্জন! যাহারা অজ্ঞানতা নিবন্ধন শাস্ত্রার্থ নিস্পন্ন
করিতে অক্ষম তাহারাই স্থূলরূপকে মায়িকনশ্বর বলিয়া নিরা-
কারে মনো ধারণা করিতে যত্নবান হইয়া নিরর্থক যত্নগণা
তোষ করে। ইহার প্রমাণ ভগবদ্গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে।
যাহা অর্জুনের প্রশ্নানুসারে নিস্পন্ন হইয়াছে। যথা—

এবং শতত মুক্তা যে তক্তাখ্যাপমুপাসতে ।

যেচাপ্যক্ষর মব্যক্তং তেবাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥

স্বামী কৃত টীকা অনুযায়ী অর্থ যথা । সগুণোপাসনা এবং নিগুণোপাসনা এই উভয়ের মধ্যে কোন উপাসনা প্রশস্ত দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহাই নির্ণয় আশয়ে অর্জুনের প্রশ্ন যেহেতু শ্রীভগবান একাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে এবং অন্যান্য শ্লোক দ্বারা সগুণোপাসক ভক্তিনিষ্ঠা ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কহিয়াছেন । আবার সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোক এবং অষ্টাদশ শ্লোক দ্বারা নিগুণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরও শ্রেষ্ঠত্ব কহিয়াছেন । এইকণে এই উভয়ের মধ্যে কাহার প্রাধান্য ইহা জানিবার ইচ্ছায় অর্জুন কহিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! যাহারা তোমাতে পরমনিষ্ঠাযুক্ত হইয়া এবং তোমাতে সর্ব কর্ম সমাপণ করিয়া তোমাকে বিশ্বরূপ এবং সর্বজ্ঞ ও সর্ব শক্তিমান জানিয়া উপাসনাদি করেন আর যাহারা অনির্কচনীর ব্রহ্ম এই জ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকেন । এই উভয় দলের মধ্যে কোন দল উত্তম যোগবেত্তা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তাহা বলুন মহাশয় অর্জুনের এইরূপ পট প্রশ্নে ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে অনেকানেক শ্লোকে স্বাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং কেশোদধিকতরস্তেবাং ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা নিরাকার উপাসনা হুঃখ জনক দর্শাইতেও ক্রটি করেন নাই এবং বিবিধ শাস্ত্রার্থেও ইহা অপ্রকাশ নাই তথাপি যাহারা এই মাহাজন চরিতপথ্য কুতর্ক গর্জ্জন রূপ ভ্রম করত সুগতি অবরোধ করে কদপেক্ষা কি মন্দ মতিমান আর আছে ।

কাপিলে।

সদা সৰ্বগতোপায়া তথাপ্যাবাহয়ে দুঃখঃ।

গবাং সৰ্বাঙ্গজং কীরং শ্রবেৎ স্তন মুখাৎ যথা ॥

সৰ্বদা সৰ্বগত আত্মা যদিও বটেন তথাপি জ্ঞানি ব্যক্তি তাঁহাকে স্থান বিশেষে আবাহন উপাসনা করিবেন, যেমন গাভীর সৰ্বাঙ্গ ব্যাপক দুগ্ধ হইয়াও স্তনমুখেই অব হয়। তদ্রূপ পরমেশ্বর সৰ্বব্যাপী হইলেও স্থান বিশেষেই লভ্য হয়। অন্তঃ

যথা সৰ্বগতোহপীশ্বর স্তত্রোপাস্তমানঃ

প্রসীদতি।

যদিহোং সৰ্বগত পরমেশ্বর বটেন তথাপি তা-
আধারে উপাসনা করিলে শিখ প্রসন্ন হইবেন।

হে সজ্জন! ইহা যুক্তি যুক্ত বটে অধুনাও দৃষ্ট হই-
তেছে, স্থানে স্থানে তুল্য চাষ ও তুল্য বীজ রোপণ করিলেও
তুল্য ফল লাভ হয় না। অতএব বক্তব্য সাধারণ কার্যেও
যদি স্থলের ল্যুণ্ণাতীরেক সাব্যাহ হইল তখন পরমেশ্বর
প্রাপক স্থলের বিবেচনা কেন না হইবে? বিশেষ যা বল
শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। যথা

অথ হৈনং মৈত্রী পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং যত্রষো-

নন্তোব্যক্ত আত্মাতং কথং মহং বিজানীয়া।

যাজ্ঞবল্ক্যকে মৈত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, যিনি অনন্ত
অব্যক্ত আত্মা পরমেশ্বর তাঁহাকে আমি কি একাধারে
জানিব। উত্তর।

সরনায়াং নাস্তাঙ্কং মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

বরুণা এবং অগ্নি মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অবিযুক্ত ক্ষেত্র এ কারণ তাহার নাম বারানসী পরমেশ্বর প্রাপকস্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এবং কাশীখণ্ডেও ইহা স্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুনরপি জাবলপ্রতি।

সর্বানিন্দ্রিয় কৃতানদোষান বারয়তি তেন বরুণাভবতি।

সর্বানিন্দ্রিয় কৃতান পাপান নাশয়তি তেন নাশীভবতি॥

সকল ইন্দ্রিয় কৃত দোষকে বারন করেন এ নিমিত্ত তিনি বরুণা হইয়াছেন, আর সকল ইন্দ্রিয় কৃত পাপকে নাশ করিয়া নাশী নামে খ্যাত হইয়াছে। এ জন্য প্রতি বলেন বরনাশীতে অবগাহন করতঃ অবিযুক্ত ক্ষেত্রে যিনি বাস করেন তিনি পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবেন, তীর্থাদিস্থান যে চতুর্ভুজ প্রদায়ক ইহা সকল বেদেই অনুশাসন করিয়াছেন। সুতরাং এ সকলকে অমান্য করিলে বেদ প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। হে সজ্জন! শিষ্টানাং ব্যবহারোপি প্রমাণং বেদবস্তুবেৎ। শিষ্টদিগের ব্যবহারও বেদবৎ গ্রহণীয় এ স্থলে বেদেও যাহা বলেন শিষ্ট জনের ব্যবহারও তাহাই লক্ষ হইতেছে এ বিধায় ইহার পর তর্ক হইতে পারে না।

হে মহোদয়! আমাদের এরূপ ক্ষুদ্র বুদ্ধি ক্ষুদ্র আশয় যে আমাদের ভক্ষণীয় কোন্ দ্রব্যের কি গুণ কি দোষ আদৌ তাহাই অজ্ঞাত, কেহ যদি প্রশ্ন করেন তোমার প্রপীতামহের পিতার নাম কি, তখন অবশ্য বলিতে হইবে আমি তাহা জানি না। এমন কি বিদ্যাই বা কি অবিদ্যাই বা কাকে বলে এতক তাহার নিশ্চয়ে অনভিজ্ঞ। এখানে

পরমেশ্বর প্রাপ্তব্য নহে, স্বাকার দেব দেবী ব্রহ্ম নহে, ইহাও কি অসম্বিধ জনগণের কথিতব্য ? যাহা হউক এই সম্বন্ধে যত লিখিবার ইচ্ছা ছিল, অশেষ কারণে অসমর্থ হইয়া এই পর্য্যন্ত ৫ম খণ্ড সমাধা করতঃ সজ্জন সমীপে এই প্রার্থনা করি শুদ্ধাশুদ্ধ বিষয়ে তর্কানুরক্ত না হইয়া সার গ্রহণ করিবেন । কিমধিকমিতি ।

—...—

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০০	৭	দুর্জ্ঞানবদনে	ব্যভিচরতি
		সুজন মুখে	নৈবকচিদপি
১০১	৮	কনি	কণী
১	১০	কোটি	কোটিং
২	৪	শ্রুতং বেদা	শ্রুতাং বেদো
১৪	৫	নামপদ্মাদৈ	নামসদ্বা
১৭	১১	শক্তা	শাক্তো
১৮	১২	সংশয়	সংসার
৩১	৯	হরিহণ	হরিহর

বিজ্ঞাপন ।

মুর্শিদাবাদ থানড়া আচার্য্যপাড়া প্রথম হইতে পঞ্চমস্তম
জ্ঞানদীপিকা প্রাপ্তব্য ।

সম্পাদক

শ্রী কালীচন্দ্র লাহিড়ী

